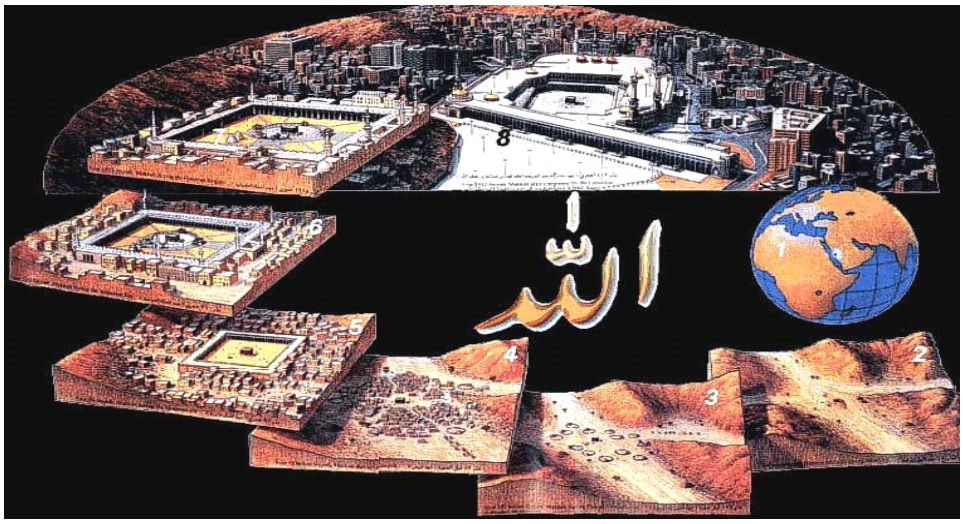
ইসলাম শিক্ষা-২

প্রাথমিক
ইসলাম শিক্ষা



স্বত্ব

এ বইয়ের সর্বস্বত্ব ফী সাবীলিল্লাহ। যে কেউ বইটি ছাপা, বিতরণ ও বিক্রি করতে পারবেন। তবে কেউ বইটি প্রকাশ করতে চাইলে দয়া করে লেখককে অবগত করলে ভাল হবে।

উৎসর্গ

এ বইসহ আমার জীবনের সকল কর্ম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম ভাইবোনদের হেদায়াত ও মাগফিরাতের জন্য) মহান প্রভু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হল।

সংকলনে

মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ

মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ।

লেখক পরিচিতি

নাম ও ঠিকানাঃ মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ, পিতাঃ মুছদ্দর উল্লাহ, দাদাঃ ফজিলত উল্লাহ। গ্রামঃ টুক-দিরাই, উপজেলাঃ দিরাই, জেলাঃ সুনামগঞ্জ। বাংলাদেশ।

জন্মঃ ১৯৬৯ ঈসায়ী সনে বর্তমান সিলেট বিভাগের আওতাধীন সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার অন্তর্গত চন্ডিপুর গ্রামে ৫ই জুন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাঃ তিনি চান্দিপুর ইসলামিয়া মাদরাসাহ থেকে প্রাথমিক এবং তারাপাশা মাদরাসাহ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে সিলেট শহরস্ত জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম থেকে উচ্ছ শিক্ষা অর্জন করে ফজিলত (স্নাতক) শ্রেণীতে জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজারে চলে যান। তারপর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত জামিয়া ইসলামিয়া গওহর ডাঙ্গা থেকে হাদীছে স্নাতক উত্তর ডিগ্রী (তাকমীল ফিল হাদীছ) সমাপ্ত করেন এবং কওমী মাদরাসাহ বোর্ডের (বেফাকুল মাদারিস আল-ক্বাওমিয়্যাহ) চূড়ান্ত পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে মমতাজ (স্টার) মার্ক নিয়ে উত্তীর্ন হন। পরে উক্ত মাদরাসাহ থেকেই "তাখাসসুস ফিল ফিক্বহ" (ইসলামী আইনে বিশেষ কোর্স) সমাপ্ত করে মুফতী (ইসলামী আইন বিশারদ) ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্ম জীবনঃ মুফতী সাহেব প্রথমে একটি বিদেশী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অফিসে চাকরী শুরু করেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসু মন তাকে শিক্ষকতায় টেনে আনে। তাই জামেয়া মাদানিয়া কাজির বাজার সিলেট নামীয় স্বনাম ধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং সাথে সহকারী হোস্টেল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমান অবস্থাঃ ২০০৩ ঈসায়ী সনে "মিনিষ্টার অব রিলিজিয়ন" ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যে গমন করেন। এবং বর্তমানে এখানকার একটি মসজিদের ইমাম ও খতিব, মাদরাসার মুহাদ্দীছ, স্থানীয় শারীয়া'হ কাউন্সিলের মুফতী এবং একটি ইন্টারন্যাশনাল চ্যারাটি অর্গানাইজেশনে উপদেষ্টাসহ দ্বীনি, সামাজিক ও কমিউনিটির আরো অনেক দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখ্য দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে তিনি একটি দাওয়াতী ওয়েবসাইট এবং সরাসরি ও অনলাইনে অনেক গুলো পাবলিক ক্লাস পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

ইসলামী শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে তিনি "ইউনাইটেড ইন্সিটিটিউট" নামে একটি ইন্টারন্যাশনাল অনলাইন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর মাধ্যমে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জন গোষ্টি এবং মাদরাসাহ শিক্ষায় শিক্ষিত উলামা সমাজকে আরো উচ্চ এবং উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে একদল দক্ষ দায়ী তৈরির লক্ষ্যে অনেকগুলো শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করেছেন। আমাদের "ডিপ্লোমা ইন শারীয়াহ" কোর্সটি এ প্রচেষ্টারই একটি অংশ।

রচনা ও সংকলনঃ ইসলামী জ্ঞানকে সহজ ভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি বেশ কিছু সিলেবাস রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। এর মধ্যে ইসলাম শিক্ষা সিলেবাস, শারীয়া'হ সিলেবাস, ফিক্বহ সিলেবাস, আদাব ও আখলাক সিলেবাস, ছোট মনিদের গল্প সিলেবাস বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এছাড়া তিনি তাফসীর ও হাদীছ নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তাফসীরের সংক্ষিপ্ত এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভার্শন সমাপ্ত করেছেন যা গ্রন্থাকারে এবং অনলাইনে তাফসীর আল-কুরআনের বাণী নামে ইতিমধ্যেই আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তার লেখালেখি জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ "তাফসীর আল-কুরআনের বাণী"। এ ছাড়াও তার লেখা বই সমূহের মাঝে; ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা, প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা, যেভাবে ঈমান আনতে হয়, ঈমানের উপর অবিচল থাকা, অধিকার, দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা, ভিন্নমত ভিন্ন পথ জাতীয় ঐক্য ও বিজাতীয় অনুকরণ, ফরজে আইন, শারীয়া'হ বুঝার মৌলিক নীতিমালা, মুঅমিন ও মুনাফিক, জীবন ও সমাজ, সাধারণ জ্ঞান, আদব ও আখলাক, ঈমান, গল্পের বই ১, গল্পের বই ২, আমার বই, আমার বাংলা ১-৪ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে দায়িত্ব রত আছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে..

প্রতিষ্ঠাতা মহা পরিচালক		আইসাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
প্রতিষ্ঠাতা মহা পরিচালক		ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট (অনলাইন)
প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর		ইউরুপিয়ান জামিয়া ইসলামিয়া, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।
প্রধান উপদেষ্টা		ইসলামিক প্রভিশন

কোর্স পরিচিতি

আল-হামদু লিল্লাহ, মহান আল্লাহ তায়া'লার অশেষ মেহেরবানীতে ইসলাম শিক্ষা কোর্সটির ব্যবহার ও পাঠক প্রিয়তা দিনদিন বেড়েই চলছে। উক্ত কোর্সে ইসলামের বিশ্বাসগত দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাই এটাকে ঈমান আক্বিদাহ কোর্স ও বলা চলে। ইসলাম, ঈমান ও আক্বীদাহ বিষয়ক মোট ৭ টি বই নিয়ে কোর্সটি সংকলিত হয়েছে। এর..

১ম বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ১ম বই "ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের প্রারম্ভিক জ্ঞান অন্বেষণে এটা একটা আদর্শ বই। ছোট মণিদের উপযোগী করে বইটি এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ঘরে বসেই পাঠ ও অনুশীলন করা যায়। ইংলিশ পাঠকদের জন্য বইটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে এবং **Islam** for **Little Hearts** নামে প্রকাশিত হয়েছে।

২য় বইঃ উক্ত কোর্সের ২য় বই "প্রাথমিক ইসলাম শিক্ষা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অন্বেষণে এটা একটি আদর্শ বই। প্রাথমিক জ্ঞান অন্বেষণকারীদের উপযোগী করে বইটিকে সহজ সরল ভাষায় প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে। ইংলিশ পাঠকদের জন্য বইটির ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে এবং **Islam for Beginners** নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৩য় বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৩য় বই "যে ভাবে ঈমান আনতে হয়" নামে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি মূলত ঈমানু মুজমাল ও ঈমানু মুফাসসালের সরল বিশ্লেষণ। মুঅমিন হতে হলে যে সব বিষয়ে ঈমান আনা আবশ্যক ওই বিষয়সমূহ পরিষ্কার ভাষায় আলাদা আলাদা করে বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঈমান আক্বিদাহকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে ক্বুরআন হাদিছের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

আক্বাইদ, ইসলাম ও ঈমানের বর্ণনা সম্বলিত বইটিকে প্রায় ৩১৫টি আয়াত ও হাদীছের দলীল দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। আশা করি পাঠকদের ঈমান আক্বিদাহ বিশুদ্ধ করণে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইন শা-আল্লাহ।

৪র্থ বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। কোন্ পাপ ঈমানকে নষ্ট করে আর কোন্ পাপ ঈমানকে দুর্বল করে দেয় এসব বিষয় পরিষ্কার ভাবে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সাথে ক্বুরআন হাদীছের উদ্ধৃতি ও সমাজে প্রচলিত পাপের নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অতি সহজে বিষয়বস্তু অনুধাবন করা যায়। কুফর, শিরক, নিফাক ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সম্বলিত বইটিকে প্রায় ৩৩২টি আয়াত ও হাদীছের দলীল দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। আশা করি

পাঠকদের ঈমান আক্বিদাহ হেফাজত ও ঈমানের উপর অবিচল থাকতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইন শা-আল্লাহ।

৫ম বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৫ম বইয়ের কাজ প্রায় শেষ। ইন শা-আল্লাহ, কিছু দিনের মধ্যেই "অধিকার" নামে বইটি আপনাদের সামনে পেশ করা হবে। অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ক এ বইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সবাই একে অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা মেনে চলতে এবং মানব জীবনকে সুশৃংখল ও কল্যাণময় করে গড়ে তুলতে বইটি সকলের সহায়ক হবে, ইন শা-আল্লাহ।

৬ষ্ট বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৬ষ্ট বই "দ্বীন বুঝার মৌলিক নীতিমালা" নামে প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে দ্বীন বুঝার কিছু মৌলিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে বনী-ইসরাইল ৭২পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং এ উম্মতও ৭২পথে বিভ্রান্ত হবে। বইটিতে বিভ্রান্তির ৭২পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের সাথে ক্বুরআন হাদীছের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

৭ম বইঃ ইসলাম শিক্ষা কোর্সের ৭ম বইয়ের কাজ প্রায় শেষ। এ বইটি "মুঅমিন ও মুনাফিক" নামে প্রকাশিত হবে। এ বইটিতে মুঅমিন ও মুনাফিক প্রিচিতি, তাদের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও পরিণতির কথা দলীলসহ আলোচিত হয়েছে। আশা করি ঈমানের পথে চলতে বইটি সকলের সহায়ক হবে, ইন শা-আল্লাহ।

কোর্সেটির ব্যাপারে আপনাদের মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে। কোর্সটি গুরুত্ব সহকারে অধ্যায়ন এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের আমন্ত্রণ রহিল।

ওয়াসসালাম
মুফতী সাঈদ। যুক্তরাজ্য।

সিলেবাসটি যাদের জন্য..

১. ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী প্রতিটি পুরুষ নারী ও শিশুর জন্য।

২. নিজের ঈমান আক্বিদাহকে বিশুদ্ধ করে আখেরাতমুখী কল্যাণকর জীবন গঠনে সচেষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির জন্য।

৩. ইসলামী সংঘঠনের নেতাকর্মীদের পাঠ্যসূচী হিসেবে অধ্যয়নের জন্য।

৪. ইসলামী পাঠাগার ও সাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত পাঠকদের জন্য।

৫. স্কুল ও মাদরাসায় পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানোর জন্য।

সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতি..

ছোট মণিদের ইসলাম শিক্ষা বইটি তাদের জন্য লিখিত যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাই বইটি পাঠদানের সময় নিম্ন লিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

১. প্রথমে পাঠের মূল বিষয় ছাত্র/ছাত্রীদের মুখস্ত করাতে হবে।

২. মূল বিষয় নির্ভুল ভাবে মুখস্ত বলার পর অনুশীলন করাতে হবে।

৩. এমন ভাবে অনুশীলন করাতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয় ভাল ভাবে আয়ত্ব করে ফেলে।

ভূমিকা

প্রাথমি ইসলাম শিক্ষা নামক এ বইটি আসলেই অসাধারণ একটি বই। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অন্বেষণকারী ভাইবোন ও শিশুদের জন্য এটা যে একটা ইউনিক বই পাঠক মাত্রই তা অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।
অতি গুরুত্বপূর্ণ এ বইটিকে আমরা ৩ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। যেমন..
১ম অধ্যায়ঃ ইসলাম পরিচিতি
২য় অধ্যায়ঃ ঈমান পরিচিতি
৩য় অধ্যায়ঃ কুরআন ও সুন্নাহ পরিচিতি

এটি একটি প্রাথমিক বই। তাই এতে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শুধু তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সাথে দলীল যুক্ত করা হয়নি। তবে পরবর্তী বইগুলোতে প্রতিটি বিষয়ের সাথে দলীল সংযুক্ত করা হয়েছে।
বইটি পাঠ করে আপনারা উপকৃত হলে শ্রম সার্থক মনে করব। দয়া করি আল্লাহ্ সবাইকে তার দ্বীনের পথে পরিচালিত করুক এবং আখেরাতমুখী কল্যাণময় জীবন দান করুক। আমীন।

সালামান্তে
মুফতী শরীফ মুহাম্মাদ সাইদ

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য সমূহকে সুন্দর ও সাবলীল ভাবে উপস্থাপনের জন্য এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যেমন..

১ম অনুচ্ছেদ

ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ

প্রশ্নঃ ইসলাম কি?

উত্তরঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম। ইসলাম গ্রহণ করা মানুষ ও জিন্ন জাতির উপর ফরজ।

প্রশ্নঃ "আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ" করার মানে কি?

উত্তরঃ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার মানে হল আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়া।

প্রশ্নঃ ইসলাম গ্রহণ করা বলতে কি বুঝ?

উত্তরঃ বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করাই ইসলাম গ্রহণের মূল বিষয়।

প্রশ্নঃ ইসলাম গ্রহণ করলে কি লাভ হয়?

উত্তরঃ ইসলাম গ্রহণ করলে অনেক লাভ হয়। যেমন..

- ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়া'লা খুশি হন।
- ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়।
- ইসলাম গ্রহণ করলে অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।
- ইসলাম গ্রহণ করলে আ'মলের ছাওয়াব ১০-৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।
- ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়।
- ইসলাম গ্রহণ করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- ইসলাম গ্রহণ করলে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে জান্নাতে যাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ কী ভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে হয়?

উত্তরঃ ইসলাম গ্রহণ করতে হলে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ মেনে নিতে হয় এবং দুটি সাক্ষ্য দিতে হয়। আর এ সাক্ষ্য দুটি হচ্ছে..

- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই
- মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

প্রশ্নঃ ইসলামের মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ ইসলামের মৌলিক বিষয় পাঁচটি। যথা..

- শাহাদাহ দেওয়া,
- সালাত কায়েম করা,
- যাকাত আদায় করা,
- রমজান মাসে রোজা পালন করা
- বাইতুল্লাহর হাজ্জ করা

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• ইসলাম অর্থ..

নামায	ভাল কাজ	আত্মসমর্পণ	ধর্ম

• প্রত্যেক মুসলিম আত্মসমর্পণ করে..

আল্লাহর কাছে	ঈমাম সাহেবের কাছে	মাওলানা সাহেবের কাছে	শেখ সাহেবের কাছে

• মানুষ ও জিন্ন জাতির উপর ফরজ..

জমিনে কাজ করা	ব্যবসা করা	স্কুলে পড়া	ইসলাম গ্রহণ করা

• ইসলাম গ্রহণ করার মূল বিষয় আল্লাহর বিধান মেনে চলা..

শুধু নামাযের সময়	বাস্তব জীবনে	মাদরাসায়	মসজিদে

• ইসলাম গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে..

ঈদ উপহাঁর	রমজানের উপহাঁর	ইসলামের মৌলিক বিষয়	ভাল নাম

• আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এমন সাক্ষ্য দেয়..

বাংলাদেশী মানুষ	আরবী মানুষ	মুসলিম মানুষ	মাদরাসার ছাত্ররা

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :

মুসলিম হতে হলে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়	সত্য	মিথ্যা
ইসলাম গ্রহণ করা মানুষ ও জিন্ন জাতির ঐচ্ছিক ব্যাপার	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মানে হচ্ছে আল্লাহর বিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়া	সত্য	মিথ্যা
বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলাই ইসলাম গ্রহণের মূল কথা	সত্য	মিথ্যা
ইসলাম গ্রহণ করতে হলে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ মেনে নিতে হবে	সত্য	মিথ্যা
ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল কাজের ছাওয়াব ৫ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়	সত্য	মিথ্যা

শূন্যস্থান পূরণ কর :

- যে ব্যক্তি নিজের সত্ত্বাকে আল্লাহর কাছে সপে দিল তাকে বলা হয় .....
- ইসলাম গ্রহণ করতে হলে দুটি ..... দিতে হয়।
- ইসলাম গ্রহণ করার পর অতীতের গোনাহসমূহ ..... হয়ে যায়
- ইসলাম গ্রহণ করতে হলে ইসলামের ..... বিষয়সমূহ মেনে নিতে হয়
- ইসলামের মৌলিক বিষয় ৫টি।
  যথা .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর

- ইসলাম .....
- মুসলিম .....
- আত্মসমর্পণ .....
- ফরজ .....

২য় অনুচ্ছেদ

শাহাদাহ

প্রশ্নঃ শাহাদাহ কি?

উত্তরঃ শাহাদাহ অর্থ সাক্ষ্য দেয়া। মুসলিম হতে হলে সর্ব প্রথম দুটি সাক্ষ্য দিতে হয়। আর এ সাক্ষ্য দুটি হল..

- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।
- মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। এ দুটি সাক্ষ্য দেওয়াকে শাহাদাহ বলা হয়।

প্রশ্নঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই" এ সাক্ষ্যের মর্ম কী?

উত্তরঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই" এ সাক্ষ্যের মর্ম হল; সকল প্রকার তাগূত্বকে বর্জন করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা।

প্রশ্নঃ এক আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে চলার মানে কী?

উত্তরঃ প্রভু অর্থ মালিক আর প্রভুত্ব অর্থ মালিকানা। নিজের উপর আল্লাহর সার্বিক মালিকানা মেনে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলার নাম এক আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে চলা।

প্রশ্নঃ "আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে চলা" বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ নিজের মন মানসিকতা, চিন্তা চেতনা ইত্যাদি সবকিছুর উপর আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহর যাবতীয় বিধি-নিষেধ বিনাবাক্যে মেনে নেওয়ার নাম এক আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে চলা।

প্রশ্নঃ সার্বভৌমত্ব কাকে বলে?

উত্তরঃ সার্বভৌমত্ব মানে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই,
- যে মালিকানা কোনো আইন, বিধান বা নিয়মের আওতাধীন নয়,
- যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটাই সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

প্রশ্নঃ কার মালিকানা সার্বিক ও সার্বভৌম?

উত্তরঃ একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম। কারণ..

- আল্লাহকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।
- আল্লাহর মালিকানা কোনো আইন, বিধান বা নিয়মের আওতাধীন নয়।
- আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে কেউ বাঁধা হতে পারে না।

প্রশ্নঃ মালিকানা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ মালিকানা আসলে দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বিক ও সার্বভৌম। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে চলতে হয়।

প্রশ্নঃ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে চলার মানে কী?

উত্তরঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজের উপর আল্লাহর মালিকানা মেনে নিয়ে আল্লাহর দাস হিসেবে আল্লাহর হুকুম মত জীবন পরিচালিত করার নাম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে চলা।

প্রশ্নঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল" এ সাক্ষ্যের মর্ম কী?

উত্তরঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল" এমন সাক্ষ্যের মর্ম হল নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ মেনে নেওয়া..

- মুহাম্মাদ সাঃর আনীত জীবন পথ-ই আল্লাহর মনোনীত পথ এবং আল্লাহকে পাবার একমাত্র মাধ্যম। এ ছাড়া অন্য সকল পথে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি।
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাঃকে আদর্শ হিসেবে মেনে চলা।
- নিজের জীবনকে রাসূলের আদর্শে গড়ে তুলা।
- জীবনের প্রতিটি কাজে রাসূলের অনুকরণ করা এবং সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করা।

প্রশ্নঃ ত্বাগূত কী?

উত্তরঃ ত্বাগূত অর্থ অবাধ্য। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও নীতিকে ত্বাগূত বলে।

প্রশ্নঃ শাহাদাহ না দিলে কি হয়?

উত্তরঃ শাহাদাহ না দিলে মুসলমান হওয়া যায় না। শাহাদাহ না দিলে মানুষ কাফির থেকে যায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

- মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর ..... ও .....
- "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই" এমন সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে সকল প্রকার ..... বর্জন করে এক আল্লাহ প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌত্ব মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়া.

- আল্লাহ ও রাসূলের ..... ব্যক্তি, ব্যক্তি বর্গ ও শক্তিকে ত্বাগূত বলা হয়
- শাহাদাহ না দিলে কেউ ..... হতে পারে না বরং কাফির থেকে যায়

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

ইসলাম গ্রহণ করতে হলে আপনাকে তিনটি সাক্ষ্য দিতে হবে	সত্য	মিথ্যা
সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলাই শাহাদাতের মূল কথা	সত্য	মিথ্যা
কোনো প্রকার ত্বাগূতকে মেনে নেওয়া কুফর	সত্য	মিথ্যা
মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর বন্ধু, বান্দা নয়	সত্য	মিথ্যা
শাহাদাহ না দিলে কেউ মুসলিম হতে পারবে না	সত্য	মিথ্যা
আমাদের জীবনে অনুকরণীয় আদর্শ অনেক ব্যক্তি, এরমাঝে মুহাম্মাদ সাঃ অন্যতম	সত্য	মিথ্যা

সঠিক উত্তর লিখ

১) মুসলিম হতে হলে কয়টি সাক্ষ্য দিতে হয়?

.....

২) "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই" এমন সাক্ষ্য কে দেয়?

.....

৩) আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তি বর্গ ও শক্তিকে কি বলা হয়?

.....

৪) কাফির কাকে বলে?

.....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর

- শাহাদাহ .....
- সার্বভৌম মালিকানা .....
- ত্বাগূত্ব .....
- মুহাম্মাদ সাঃ .....
- কাফির .....

৩য় অনুচ্ছেদ

সালাত

প্রশ্নঃ সালাত কী?

উত্তরঃ সালাত শব্দের অর্থ দ্বীন মেনে চলা, সমাজবদ্ধ থাকা, প্রার্থনা করা, ইত্যাদি। আমরা আল্লাহর জন্য দৈনিক ৫ বার বিশেষ ধরণের ইবাদাত পালন করে থাকি, যাকে ইসলামী পরিভাষায় সালাত বলা হয় আর ফার্সিতে বলা হয় "নামায"। সালাত কায়েম করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ সালাত কায়েম করার মানে কী?

উত্তরঃ কায়েম অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা। সালাত দুই ভাবে কায়েম করতে হয়। যথা.. ব্যক্তি জীবনে এবং সামাজিক জীবনে।

- যাবতীয় নিয়মনীতি মেনে সঠিক পদ্ধতিতে নিয়মিত ও সময়মত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েম করা।
- সমাজে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা, নিয়মিত জামায়াতের ব্যবস্থা করা এবং সবাই ঠিক মত সালাত আদায় করছে কি না এ বিষয়টি সঠিকভাবে তদারকি করার নাম সমাজে সালাত কায়েম করা।

প্রশ্নঃ সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তরঃ সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হল রাসূল সা.'র বাতানো পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা।

প্রশ্নঃ সবাই ঠিক মত সালাত আদায় করছে কি না, এটা কে তদারকি করবে?

উত্তরঃ সবাই ঠিক মত সালাত আদায় করছে কি না, এটা তদারকির দায়িত্ব যথাযত কর্তৃপক্ষের। ইসলামী সরকার এজন্য একদল উচ্ছশিক্ষিত উলামাকে নিয়োগ দেবে। আল-কুরআনে যাদেরকে "আমিরুনা বিল মা'রুফ ওয়া-ন-নাহুনা আনিল মুনকার" (সৎকাজের আদেশদাতা এবং অসৎকাজে নিষেধকারী) বলা হয়েছে। তারা এ বিষয়সহ সমাজের আরো অনেক বিষয় তদারকি করবেন।

প্রশ্নঃ ঠিক মত সালাত আদায় করলে কী লাভ হয়?

উত্তরঃ ঠিক মত সালাত আদায় করলে আল্লাহ খুশী হন। যে ব্যক্তি ঠিক মত সালাত আদায় করে আল্লাহ তাকে অনেক পুরস্কার দেন। তার পাপসমূহ মাফ করে দেন এবং তাকে জান্নাত দান করেন।

প্রশ্নঃ সালাত আদায় না করলে কি হয়?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না তার ইসলাম ও ঈমান মূল্যহীন হয়ে যায়। হাদীছে এসেছে, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মুসলিম ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য হল সালাত।

প্রশ্নঃ সালাতকে সালাত বলা হয় কেন?

উত্তরঃ সালাতের এক অর্থ প্রার্থনা করা, দোয়া করা। সালাতের ভিতর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়, দোয়া করা হয়। আর হয়ত এজন্য এটাকে সালাত বলা হয়।

প্রশ্নঃ সালাতের ভিতর কখন দোয়া করা হয়?

উত্তরঃ সালাতে সাজিদাহ রত অবস্থায়, দুই সাজিদাহর মধ্যখানে এবং শেষ বৈঠকে (তাশাহহুদের পর) দোয়া করা সুন্নত। রাসূল সাঃ নিজে এ তিন জাগায় দোয়া করতেন এবং অন্যদেরকেও দোয়া করতে বলেতেন। বিশেষ প্রয়োজনে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় (রুকুর আগে বা পরে) ও দোয়া করা যায়। দাঁড়ানো অবস্থায়ও রাসূল সাঃ দোয়া করেছেন বলে হাদীছে উল্লেখ আছে।

অনুশীলনী

বামের সাথে ডানের সঠিক অংশটি মিলিয়ে দেখাও

সালাতের সঠিক পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছেন	আমাদের ফরজ দায়িত্ব
যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে না তার	দোয়া করা যায়
সঠিক পদ্ধতিতে সালাত আদায় করলে	ঈমান অকার্যকর হয়ে যায়
সমাজে সালাত কায়েম করা	মুহাম্মাদ সাঃ
বিশেষ প্রয়োজন হলে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় ও	আল্লাহ খুশী হন

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

প্রতিটি মুসলিমকে দৈনিক ৬ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করতে হয়	সত্য	মিথ্যা
সালাত কায়েম করা মানে হচ্ছে যখন খুশী নামায পড়বে আর যখন খুশী পড়বে না	সত্য	মিথ্যা
সালাতের সঠিক পদ্ধতি হল রাসূল সাঃর বাতানো পদ্ধতিতে সালাত কায়েম করা	সত্য	মিথ্যা
প্রতিটি মুসলিম দৈনিক ৫ বার নামায পড়বে তার পীর আউলিয়াদের জন্য	সত্য	মিথ্যা
যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে না সে প্রগতিশীল মুসলিম	সত্য	মিথ্যা

শূন্যস্থান পূর্ণ কর

- সালাত শব্দের অর্থ ..... করা ..... করা
- সঠিক পদ্ধতিতে সালাত কায়েম না করলে আল্লাহ এটা ..... করেন না
- সালাতের ভিতর দোয়া করা রাসূল সাঃর .....
- সালাতের ভিতর ..... রত অবস্থায়, দুই সাজিদাহর ..... এবং শেষ বৈঠকে দোয়া করা সুন্নত
- মুসলিম ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য হল .....

সঠিক উত্তর লিখ

১) একজন মুসলমানকে ২৪ ঘণ্টায় কতবার সালাত আদায় করতে হয়?

.....

২) সালাত কায়েমের সঠিক পদ্ধতি কি?

- .....
- .....

৩) সালাতকে সালাত বলা হয় কেন?

.....

৪) কোন আমল মুসলিম ও কাফিরের মাঝে পার্থ্য নির্ণয় করে?

.....

৫) সালাতে দোয়া করার উত্তম সময় কোনটি?

.....

৪র্থ অনুচ্ছেদ

যাকাত

প্রশ্নঃ যাকাত কী?
উত্তরঃ যাকাত অর্থ পবিত্রকরণ। ধনী ব্যক্তি তার সম্পদের সমষ্টি থেকে বার্ষিক ২.৫% করে যাকাত আদায় করবে। এটা তার ফরজ দায়িত্ব। ইসলামী পরিভাষায় এটাকেই যাকাত বলা হয়।
প্রশ্নঃ কী পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে মানুষকে ধনী বলা হয়?
উত্তরঃ যে ব্যক্তি যাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের মালিক, ইসলামী সমাজনীতির পরিভাষায় তাকে ধনী বলা হয়। এমন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হয়।

প্রশ্নঃ যাকাতের নিসাব কী?
উত্তরঃ যাকাতের নিসাব হল ২০০দিরহাম তথা ৫৯৫ গ্রাম (অন্য হিসাবে ৬১২.৩৬ গ্রাম) রূপা বা সম মূল্যের সম্পদ। নগদ অর্থ, সোনা, রূপা, ব্যবসা সামগ্রী ইত্যাদি সব মিলে যদি ৫৯৫ বা ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপার মূল্য সমান হয়ে যায় তবে এর মালিকের উপর যাকাত ফরজ হয়।
বিঃ দ্রঃ- *তখনকার সময়ে সকল দিরহামের ওজন সমান ছিল না। তাই দুই শত দিরহামে এক হিসাবে ৫৯৫ গ্রাম আর অন্য হিসাবে ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপা হয়।*

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ সে কি করবে?
উত্তরঃ যার উপর যাকাত ফরজ সে সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করবে।

প্রশ্নঃ যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি কী?
উত্তরঃ যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হলঃ ইসলামী সরকার আলাদা যাকাত বিভাগ কায়েম করবে। সরকারি যাকাত বিভাগ ধনী লোকদের থেকে হিসাব করে যাকাত আদায় করবে এবং নির্ধারিত খাতে খরচ করবে।

প্রশ্নঃ যাকাত খরচের নির্ধারিত খাত কি কি?
উত্তরঃ যাকাত খরচ করার নির্ধারিত খাত ৮টি। যথা..

- যার কিছুই নেই যাকাতের সম্পদ তাকে দেওয়া হবে।
- যার সামান্য সম্পদ আছে কিন্তু যথেষ্ট নয় তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।
- যাকাত বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের বেতন যাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া হবে (যদিও সে ধনী হয়)
- ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে।

- যাত্রা পথের পথিক হিসেবে যার প্রয়োজন হবে তাকেই যাকাত দেওয়া যাবে।
- আল্লাহর পথে তথা ইসলামী সরকারের সামরিক খাতে যাকাত ব্যয় করতে পারবে।
- ইসলামী সরকার জাতীয় স্বার্থে কোনো কাফিরকে যাকাত দিতে পারবে। (ইমাম শাফী ও আহমদের মতে)
- মানব মুক্তি তথা যে দাস অর্থ দিয়ে মুক্ত হতে চায় যাকাত দিয়ে তাকে সাহায্য করা যাবে।

প্রশ্নঃ সরকারী ব্যবস্থা না থাকলে জনগণ কি করবে?
উত্তরঃ সরকারি ব্যবস্থা না থাকলে জনগণ নিজ দায়িত্বে যাকাত আদায় করবে।

প্রশ্নঃ কোন ধরণের মালের যাকাত দিতে হয়?
উত্তরঃ

- নগদ অর্থ সোনা রূপা ও ব্যবসা সামগ্রীর যাকাত দিতে হয়।
- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু খামারিও পশুর হিসাব করে যাকাত দিবে। পশুর যাকাতের হিসাব অন্য সম্পদের হিসাব থেকে আলাদা।
- ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি কৃষি খামারিকেও নির্ধারিত পরিমাণে যাকাত দিতে হয়। তবে এটাকে যাকাত না বলে উশুর ও খারাজ বলা হয়।

প্রশ্নঃ সঠিক ভাবে যাকাত আদায় করলে কি লাভ হয়?
উত্তরঃ সঠিক ভাবে যাকাত আদায় করলে সম্পদ পবিত্র হয়, সম্পদে বরকত হয়, গোনাহ মাফ হয়, বিপদ আপদ থেকে হেফাজতে থাকা যায় এবং আল্লাহ খুশী হন।

প্রশ্নঃ সম্পদের যাকাত না দিলে কি হয়?
উত্তরঃ সম্পদের যাকাত না দিলে পাপ হয়। যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় না পরকালে ওই সম্পদ সর্প হয়ে দংশন করবে এবং এ সম্পদ গরম করে মালিককে ছেঁকা দেওয়া হবে। আবুবকর রা.র সময়ে কিছু মুসলিম যাকাত দিতে অস্বীকার করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

প্রশ্নঃ যাকাতকে যাকাত বলা হয় কেন?
উত্তরঃ যাকাত অর্থ পবিত্র করণ। আমরা সম্পদ অর্জন বা উপার্জন করি। এ অর্জন বা উপার্জনে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। যাকাত এসব ভুল ভ্রান্তির কাফফারাহ হয়ে সম্পদকে পবিত্র করে দেয়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

- যাকাত শব্দের অর্থ

দান করা	পবিত্র করণ	জনসেবা	গরীবকে সাহায্য করা

- আমাদের কোন বিষয়কে পবিত্র করতে যাকাত দেওয়া হয়?

স্বাস্থ্য	মন মানসিকতা	সম্পদ	সমাজ

- যাকাতের নিসাব হল..

৫৯৫ গ্রাম সোনা	৫১২.৩৬ গ্রাম রূপা	৫৯৫ গ্রাম রূপা	৫৯৫ গ্রাম হিরা

- যাকাত আদায় করা মুসলমানদের জন্য..

ঐচ্ছিক বিষয়	অত্যাবশ্যকীয় বিষয়	সুন্নত	নফল

- যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে মানুষ যাকাত দেবে..

নিজেই	সমিতির মাধ্যমে	সরকারের মাধ্যমে	গরীব মানুষের মাধ্যমে

- যাকাত না দিলে..

সম্পদে বরকত হয়	আখেরাতে সাজা হয়	কিছুই হয় না	ক্যান্সার হয়

সত্য মিথ্যা নির্নয় কর

প্রত্যেক মুসলিমকেই যাকাত দিতে হয়	সত্য	মিথ্যা
ধনী ব্যক্তি তার সম্পদের হিসাব করে ২% যাকাত দেবে	সত্য	মিথ্যা
যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতিঃ ফকির মিসকিন ডেকে এনে যাকাতের কাপড় বিতরণ করা	সত্য	মিথ্যা
যাকাত দিতে হয় প্রতি বছর দুই বার রমজানে ও কুরবানীর সময়ে	সত্য	মিথ্যা
ইসলামী সরকার যাকাতের অর্থ সামরিক খাতে ব্যয় করতে পারবে	সত্য	মিথ্যা

সঠিক উত্তর লিখ

- যাকাতের নিসাব কি?
  .....
- যাকাত দিলে কি লাভ হয়?
  .....
- যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি কোনটি?
  .....
- কে যাকাত দেবে?
  .....
- কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করলে কি হবে?
  .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর

- যাকাত .....
- নিসাব .....
- সরকার .....
- আখেরাত .....
- সম্পদ .....

৫ম অনুচ্ছেদ

সাওম

প্রশ্নঃ সাওম কী?

উত্তরঃ সাওম মানে সংযম করা বা রোজা রাখা। রমজান মাসে রোজা রাখাকে সাওম বলা হয়। রমজান মাসে সাওম পালন করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ কিভাবে সাওম পালন করতে হয়?

উত্তরঃ খুব ভোরে ফজরের সূচনাকাল থেকে শুরু করে বিকেলে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য পানীয় এবং যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা পালন করা।

প্রশ্নঃ রোজা পালন করলে কি লাভ হয়?

উত্তরঃ রোজা মানুষের জন্য সুরক্ষা। সঠিক ভাবে রোজা পালন করলে আল্লাহ খুশী হন, রোজার দ্বারা জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ রোজা না রাখলে কি হয়?

উত্তরঃ রোজা না রাখা পাপ। রোজা না রাখলে আল্লাহ গুস্বা হন। রমজান মাসে সাওম সাধন করাকে অমান্য, অস্বীকার বা অবজ্ঞা করলে অথবা রমজানের রোজাকে ঐচ্ছিক মনে করলে কুফর হয় আর আদর্শগত ভাবে মেনে নিয়ে বাস্তবে পালন না করলে মহাপাপ হয়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• সাওম শব্দের অর্থ

সংযম	বিসর্জন	ভালবাসা	রোজা

• রোজা রাখা আমাদের উপর

ঐচ্ছিক বিষয়	অত্যাবশ্যকীয় বিষয়	খুবই জরুরী	সুন্নত

• রোজা শুরু হয়

ইশার পর	মধ্যরাতের পর	ফজর শুরু থেকে	সূর্য উদয় থেকে

• রাসূল সাঃ বলেছেনঃ “সাওম হলো ঢাল”। সে মতে সাওম মানুষকে সুরক্ষা দেয়..

ক্যান্সার থেকে	কিয়ামত থেকে	জান্নাত থেকে	জাহান্নাম থেকে

• যা করলে রোজা ভঙ্গ হয় না

ঔষধ খেলে	ঘুমিয়ে পড়লে	বরই খেলে	বাদাম খেলে

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

রমজান মাস শুরু হবার একদিন আগ থেকে রোজা শুরু হয়	সত্য	মিথ্যা
সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে রোজা সমাপ্ত হয়ে যায়	সত্য	মিথ্যা
রোজা অবস্থায় খাদ্য পানীয় বা যৌন কাজ নিষদ্ধ	সত্য	মিথ্যা
রোজা রাখলে শয়তান খুশী হয়	সত্য	মিথ্যা
সফরে থাকলে বা অসুখ হলেও রমজানের রোজা রাখতে হয়	সত্য	মিথ্যা
অতি বৃদ্ধ মানুষ যারা রোজা রাখতে সক্ষম নয় তারা রোজা না রেখে ফিদয়াহ্ দিতে হয়	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখ

- সাওম শব্দের অর্থ কি?
  .....
- মুসলমানরা যে মাসে সাওম পালন করে এর নাম কি?
  .....
- রোজা রাখলে কি লাভ হয়?
  .....
- কি ভাবে রোজা রাখতে হয়?
  .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর

- সাওম .....
- রমজান .....
- ঢাল .....
- সুরক্ষা .....
- জাহান্নাম .....

৬ষ্ট অনুচ্ছেদ

হাজ্জ

প্রশ্নঃ হাজ্জ কী?

উত্তরঃ হাজ্জ অর্থ গমন করা, কামনা করা। বিশেষ কামনা নিয়ে মক্কাহ গিয়ে হাজ্জ করতে হয়। সাধ্য থাকলে হাজ্জ করা ফরজ।

প্রশ্নঃ "সাধ্য থাকলে হাজ্জ করা ফরজ" এ কথার মানে কি?

উত্তরঃ যে মুসলিমের মক্কাহ যাওয়ার এবং সেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার মত সাধ্য ও সুযোগ আছে তার উপর হাজ্জ ফরজ হয়।

প্রশ্নঃ হাজ্জ করলে কি লাভ হয়?

উত্তরঃ সঠিক ভাবে হাজ্জ করলে সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। হাজ্জের প্রতিদান নিশ্চিত জান্নাত। হাজ্জ করতে হয় শুধু আল্লাহর জন্য

প্রশ্নঃ হাজ্জ না করলে কি হয়?

উত্তরঃ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ না করলে পাপ হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- হাজ্জ করতে হয় শুধুই ..... জন্য।
- ..... থাকলে হাজ্জ করা ফরজ হয়।
- যে মুসলিমের মক্কাহ যাওয়া এবং সেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার মত.....আছে তার উপর হাজ্জ ফরজ।
- সঠিক ভাবে হাজ্জ করলে সকল গোনাহ ..... হয়ে যায়।

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

হাজ্জ মুসলমানদের ঐচ্ছিক ইবাদাত	সত্য	মিথ্যা
সামর্থবান ব্যক্তিকে প্রতি বছর হাজ্জ করতে হবে, এটাই তার উপর ফরজ	সত্য	মিথ্যা
সঠিক হাজ্জ সকল গোনাহ মাফের কারণ হয়	সত্য	মিথ্যা
সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ না করলে পাপ হয়	সত্য	মিথ্যা
মহিলাদের উপর হাজ্জ ফরজ নয়	সত্য	মিথ্যা
হাজ্জ করতে হয় দুনিয়ার উন্নতির জন্য	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- হাজ্জের সামর্থ বলতে কি বুঝ?
  .....

- সঠিক হাজ্জের বিনিময়ে কি পাওয়া যাবে?
  .....

- হাজ্জ কার উপর ফরজ হয়?
  .....

নীচের প্রতিটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- হাজ্জ .....
- সাধ্য .....
- আল্লাহর ঘর .....
- মাফ .....
- ফরজ .....

৭ম অনুচ্ছেদ

মুসলিম ও কাফির

প্রশ্নঃ মুসলিম কাকে বলে?
উত্তরঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল তাকে মুসলিম বলা হয়।

প্রশ্নঃ কাফির কাকে বলে?
উত্তরঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল না তাকে কাফির বলা হয়।

প্রশ্নঃ মুসলিম ও কাফির শব্দের অর্থ কি?
উত্তরঃ মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলে, এ জন্য তাকে মুসলিম বলা হয়। আর কাফির অর্থ গোপনকারী, অমান্যকারী। অমুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অমান্য করে, তাই তাকে কাফির বলা হয়।

প্রশ্নঃ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ না মানলে কি হয়?
উত্তরঃ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ না মানলে মুসলিম হওয়া যায় না। আর মুসলিম হওয়ার পর ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের কোনোটি (আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ) অমান্য করলে অথবা ইসলামের কোনো বিধানকে অবজ্ঞা করলে বা ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা অপছন্দ করলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

- যে ব্যক্তি ইসলাম ..... করল তাকে মুসলিম বলা হয়।
- যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল না তাকে ..... বলা হয়।
- ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় আংশিক বা পূর্নাঙ্গ ভাবে অমান্য করলে কেউ ..... হতে পারবে না।
- মুসলিম অর্থ .....
- যে মুসলিম ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা অপছন্দ করল সে.....

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় অমান্য করলেও মানুষ মুসলিম থাকে যদি সে নামায পড়ে	সত্য	মিথ্যা
যে ইসলাম গ্রহণ করল না তাকে কাফির বলা হয়	সত্য	মিথ্যা
ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় আংশিক ভাবে না মানলেও মানুষ কাফির হয়ে যায়	সত্য	মিথ্যা
যে মুসলিম ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা অপছন্দ করে না সে মুনাফিক	সত্য	মিথ্যা
মুনাফিকের জানাজায় শরীক হওয়া নিষেধ	সত্য	মিথ্যা
যে মুসলিম ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় অমান্য করল সে মুরতাদ	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- মুসলিম কে?
  .....

- যে ব্যক্তি আল্লাহ বিশ্বাস করে না সে মুনাফিক, না কাফির, না নাস্তিক?
  .....

- কোনো মুসলিমকে মুরতাদ হতে দেখলে তুমি কি করবে?
  .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- মুসলিম .....
- কাফির .....
- মৌলিক বিষয় .....
- মুরতাদ .....
- মুনাফিক .....

৮ম অনুচ্ছেদ

মুঅমিন, ফাসিক্ব ও মুনাফিক্ব

প্রশ্নঃ মুসলিম কত প্রকার ও কি কি?
উত্তরঃ মুসলিম তিন প্রকার। যথাঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।

প্রশ্নঃ মুঅমিন কাকে বলে?
উত্তরঃ

- যে মুসলিম সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন করল
- যে মুসলিম ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল
- যে মুসলিম বাস্তব জীবনে ইসলামী আইন ও বিধান মেনে চলল; তাকে মুঅমিন বলা হয়।

প্রশ্নঃ মুঅমিন হলে কী লাভ হয়?
উত্তরঃ যে ব্যক্তি মুঅমিন হতে পারল তার জীবন সার্থক ও সফল হয়ে যায়। মুঅমিন ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হয়ে যায়। মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তাদের অনুমতি দেন।

প্রশ্নঃ মুনাফিক কাকে বলে?
উত্তরঃ যে মুসলিম ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখে না বা ত্বাগুত্ব বর্জন করে না অথবা ইসলামী শারীয়াহ বা শারীয়ার কোনো বিধান পছন্দ করে না; সে মুনাফিক।
অন্য কথায় যে মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে নিজের ঈমানকে নষ্ট করে ফেলল সে মুনাফিক।

প্রশ্নঃ মুনাফিক হলে কী ক্ষতি হয়?
উত্তরঃ যে ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে গেলো সে চির তরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য সর্বনিম্ন জাহান্নাম। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতে কাউকে অনুমতি দেওয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হতে বা তাদের জন্য দোয়া করতে আল্লাহ তায়া'লা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে..
...তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে তার জন্য সালাত (জানাযা, দোয়া) করবে না আর (দাফন বা জিয়ারতের জন্য) তার কবরেও দাঁড়াবে না। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। (৯ তাওবাহ: ৮৪)

প্রশ্নঃ ফাসিক কাকে বলে?

উত্তরঃ যে মুসলিম; সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন করল এবং ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল, তবে বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী বিধান মেনে চলল না; তাকে ফাসিক বলা হয়।

প্রশ্নঃ ফাসিক হলে কী ক্ষতি হয়?

উত্তরঃ যে ব্যক্রি ফাসিক হয়ে গেলো সে তার সর্বনাশ করে ফেলল। ফাসিক ব্যক্তি পরকালে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্ ক্ষমা না করলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তবে পাপের সাজা হিসেবে জাহান্নামে গেলেও ফাসিক চির জাহান্নামী হবে না। মেয়াদী সাজা ভোগের পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে। সকল ফাসিককে আবার জাহান্নামে যেতে হবে না। নেক লোকদের শাফায়া'তে (সুপারিশে) এবং আল্লাহর দয়ায় অনেক ফাসিকই মাফ পেয়ে যাবে।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- মুসলিম ৩ প্রকারঃ মুঅমিন, ... ও মুনাফিক
- যে মুসলিম সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন করল, ঈমানের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করল সে.....
- ..... জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না।
- **মুসলিম নামধারী কিছু মানুষ চির** জাহান্নামী হবে, তাদেরকে বলা হয় .....
- **যে মুসলিম ত্বাগূ'ত বর্জন করে না তাকে ..... বলা হয়।**

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

সকল মুসলিমই মুঅমিন	সত্য	মিথ্যা
মুসলিম ৩ প্রকার। মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক	সত্য	মিথ্যা
প্রত্যেক মুঅমিনই আল্লাহ ওলী, মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী	সত্য	মিথ্যা
মুনাফিক চির জাহান্নামী	সত্য	মিথ্যা
মুহাম্মাদ সাঃর শাফায়াতে মুনাফিকরা মাফ পেয়ে যাবে	সত্য	মিথ্যা
আলিম বা হাফিজের বাবা-মা অথবা ভাইবোন মুনাফিক হলেও আল্লাহ মাফ করে দেবেন	সত্য	মিথ্যা

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• যে মুসলিম ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখে না বা ত্বাগুত বর্জন করে না সে..

মুসলিম	মুঅমিন	ফাসিক	মুনাফিক

• মুঅমিনগণ পরকালে শাফায়া'ত করতে পারবে শুধু..

মুনাফিকের জন্য	কাফির আত্মীয়স্বজনের জন্য	নাস্তিক বন্ধুর জন্য	ফাসিকের জন্য

• যে মুসলিম ত্বাগুতকে মেনে নেয় সে..

মুনাফিক	নাস্তিক	মুশরিক	আম জনতা

• আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি ও শক্তিকে বলা হয়

নাস্তিক	মুরতাদ	ত্বাগূত	মুনাফিক

• এ দুনিয়ায় আল্লাহ্ ওলী হলেন শুধু..

পীর সাহেবগণ	দানশীল ধনী ব্যক্তিগণ	উলামাগণ	মুঅমিনগণ

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

• মুঅমিন .....

• ফাসিক .....

• তাগুত .....

• মুনাফিক .....

• শাফায়াত .....

৯ম অনুচ্ছেদ

শাফায়া'ত

প্রশ্নঃ শাফায়া'ত কী?

উত্তরঃ শাফায়া'ত অর্থ সুপারিশ করা। শেষ বিচারের পর পাপিষ্ঠদের মাগফিরাতের জন্য নেক লোকগণ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, তখনকার এ সুপারিশকে শাফায়াত বলা হয়।

প্রশ্নঃ শেষ বিচারের পর কে কার জন্য শাফায়াত করবে?

উত্তরঃ যে সব মুঅমিনরা জান্নাতী হবে শেষ বিচারের পর শুধু তারাই জাহান্নামী ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে। তবে কেউ চাইলেই শাফায়া'ত করতে পারবে না। শাফায়া'তের জন্য রয়েছে নির্ধারিত পদ্ধতি।

প্রশ্নঃ শাফায়া'তের নির্ধারিত পদ্ধতি কী?

উত্তরঃ শাফায়া'তের নির্ধারিত পদ্ধতি হল..

- শাফায়া'তে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রথমে শাফায়া'তের জন্য আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে
- তারপর যার জন্য শাফায়া'ত করতে চায় তার নাম উল্লেখ করে অনুমতি নিতে হবে
- তারপর শাফায়া'ত করতে পারবে।

প্রশ্নঃ শাফায়া'ত করলেই কি গ্রহণ করা হবে?

উত্তরঃ না, শাফায়া'ত করলেই গ্রহণ করা হবে না। শাফায়া'ত গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর ইচ্ছা হলে কারো শাফায়া'ত গ্রহণ করবেন, নতুবা করবেন না।

প্রশ্নঃ শাফায়া'ত গৃহীত হলে কি হবে আর গৃহীত না হলে কি হবে?

উত্তরঃ যার ব্যাপারে শাফায়া'ত গ্রহণ করা হবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। আর যার ব্যাপারে গ্রহণ করা হবে না তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

প্রশ্নঃ সকল পাপীর জন্যই কি শাফায়া'ত করা যাবে?

উত্তরঃ না..। কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করা যাবে না। শুধুমাত্র ফাসিকের জন্য শাফায়া'ত করা যাবে।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

- শেষ বিচারের দিন পাপিষ্ঠদের মাগফিরাতের জন্য যে ..... করা হবে এটাকে শাফায়া'ত বলা হয়।
- শেষ বিচারের দিন শুধু ..... গণ কেবলমাত্র ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে।

- শাফায়া'ত করতে হলে আগে আল্লাহর কাছ থেকে ..... নিতে হবে।
- যে মুঅমিন আল্লাহর অনুমতি পাবে শুধু সে-ই ..... করতে পারবে।
- কারো শাফায়া'ত গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর .....
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুনাফিকের জন্য শাফায়াতের ..... দেওয়া হবে না।

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

ফাসিক ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য পরকালে মুঅমিন ব্যক্তি আল্লাহকে অনুরোধ করবে	সত্য	মিথ্যা
পীর সাহেবদের শাফায়া'তে আল্লাহ মুনাফিক ব্যক্তিকেও মাফ করে দেবেন	সত্য	মিথ্যা
শুধুমাত্র ফাসিকের জন্য শাফায়া'ত করা যাবে	সত্য	মিথ্যা
পরকালে নবী রাসূলগণ যাকে ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন যাকে খুশী জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন	সত্য	মিথ্যা
মুহাম্মাদ সাঃর শাফায়াতে কাফির মুশরিকরাও মাফ পেয়ে যাবে	সত্য	মিথ্যা
পরকালে শাফায়া'ত করার নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে	সত্য	মিথ্যা

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• পরকালে শাফায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে শুধু..

আলিমগণকে	মুঅমিনগণকে	পীরগণকে	হাফিজগণকে

• পরকালে সৎলোকদের শাফায়া'ত পাবে শুধু..

মুনাফিকগণ	কাফিরগণ	নাস্তিকগণ	ফাসিকগণ

• পরকালে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কারো শাফায়াতেই কাজ হবে না?

মুনাফিকের	চুরের	যিনা কারীর	ডাকাতের

• কোন ব্যক্তি শাফায়া'ত করলেই এটা গ্রহণ করা হবে?

আলিম	হাফিজ	দরবেশ	কেউ না

উত্তর লিখঃ

- বিচার দিনে কে শাফায়া'ত করতে পারবে? .....
- বিচার দিনে কোন শ্রেণির মুসলিমের জন্য শাফায়া'ত করার অনুমতি দেওয়া হবে না? .....
- বিচার দিনে শাফায়া'ত গ্রহণ করা বা না করার একমাত্র ক্ষমতা কার হাতে? .....
- বিচার দিনে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ শাফায়া'ত করতে পারবে কি? .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- বিচার দিন .....
- অনুমতি .....
- ক্ষমতা .....
- পদ্ধতি .....
- গ্রহণ .....

১০ম অনুচ্ছেদ

মুসলিমের করণীয় দায়িত্বসমূহ

প্রশ্নঃ মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে কি করতে হবে?

উত্তরঃ মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে অনেক কিছুই করতে হবে। যেমন..

- ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে
- বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলতে হবে
- অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে
- সমাজে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামী সমাজ কায়েম করতে হবে যে সমাজের মূলভিত্তি হবে তাওহীদ, আইনের উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ আর সামাজিক মানদণ্ড হবে ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ।

প্রশ্নঃ বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলার মানে কী?

উত্তরঃ বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলার মানে হল..

- দৈনন্দিন সকল কাজে ইসলামী আইন মেনে চলা।
- ইসলামী নিয়মনীতি মেনে ইবাদাত বন্দেগী করা।
- ব্যবসা, কৃষি, শিল্পসহ সকল বিষয়ে ইসলামী আদর্শ মেনে চলা।
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান কায়েম করা।

প্রশ্নঃ অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত কি ভাবে পৌঁছে দিতে হয়?

উত্তরঃ ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হলে আগে নিজে ক্বুরআন হাদীছ পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের কথা অন্যদেরকে বুঝাতে হয়। এটা হলো ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর উত্তম পদ্ধতি।

প্রশ্নঃ ইসলাম কায়েম বলতে কি বুঝ?

উত্তরঃ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। জীবনের সকল বিষয়ে ইসলামের রয়েছে নিজস্ব নীতিমালা ও বিধান। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ইত্যাদি বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধান ও নীতিমালা মেনে চলা, মানব সমাজে এর প্রচলন করা এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার নাম ইসলাম কায়েম করা।

প্রশ্নঃ ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা করা আমাদের কেমন দায়িত্ব?

উত্তরঃ ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। যে সব দায়িত্ব দিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ)কে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এর অন্যতম হল ইসলাম কায়েম করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তিনি তদীয় রাসুল পাঠিয়েছেন আল-হুদা (আল-কুরআন) ও সঠিক দ্বীন (ইসলাম) দিয়ে। যেন একে বিজয়ী করেন অন্য সকল দ্বীনের (আদর্শের) উপর। (৯ তাওবাহ: ৩৩)

প্রশ্নঃ ইসলাম গ্রহণের পর কি করতে হয়?

উত্তরঃ ইসলাম গ্রহণের পর তিনটি কাজ করতে হয়। যথাঃ

- ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে হয়।
- ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস (সঠিক ঈমান) রাখতে হয়।
- বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হয় তথা আ'মল ও ইবাদত করতে হয়।

অনুশীলনী

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

- মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল সমাজে ইসলাম ..... করা।
- ..... জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধান মেনে চলা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।
- মুহাম্মদ (সাঃ)কে দুনিয়ায় পাঠানোর অন্যতম লক্ষ্য হল ..... কায়েম করা
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী ..... মেনে চলার নাম ইসলাম কায়েম করা।
- ইসলাম কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা করা .....উপর ফরজ।

বামের সাথে ডানের অংশ মিলিয়ে দেখাও..

মুসলিমের দায়িত্ব হল	আমাদের উপর ফরজ
বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান ও নীতিমালা	মেনে চলার নাম ইসলাম কায়েম করা
মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া	ইসলাম প্রতিষ্টার জন্য প্রচেষ্ঠা করা
ইবাদাত, সমাজ, পরিবার, ইত্যাদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে	জীবন আদর্শ
ইসলাম একটি পরিপূর্ণ	ইসলামী বিধান মেনে চলতে হয়

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর..

বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলা শুধু হুজুরদের দায়িত্ব	সত্য	মিথ্যা
অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া শুধু তাবলিগীদের দায়িত্ব	সত্য	মিথ্যা
সমাজে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা করা মৌলবাদী কাজ	সত্য	মিথ্যা
জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান কায়েম করা সকল মুসলমানের ফরজ দায়িত্ব	সত্য	মিথ্যা
জীবনের সকল বিষয়ে ইসলামের রয়েছে নিজস্ব নীতিমালা ও বিধান	সত্য	মিথ্যা
দৈনন্দিন সকল কাজে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে	সত্য	মিথ্যা

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

- বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলার নাম..

আমল	দরবেশী	পীরাকি	হুজুর গিরী

- ইসলাম কায়েমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা সকল মুসলমানের উপর..

নফল	সুন্নত	মুস্তাহাব	ফরজ

- ইসলাম একটি..

ধর্ম	সমাজ নীতি	পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ	পীর মুরিদী

- আমল, ইবাদাত, দাওয়াত, দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্ঠা, ইত্যাদি কাজ করবে..

আলিমগণ	পীরগণ	সকল মুসলিম	একেক দলের একেক কাজ	

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- মুসলিম .....
- আমল .....
- দাওয়াত .....
- ইবাদাত .....
- দ্বীন কায়েম .....

১১শ অনুচ্ছেদ
আ'মাল ও ইবাদাত

প্রশ্নঃ আ'মল ও ইবাদত কী?

উত্তরঃ আ'মল অর্থ কাজ আর ইবাদত অর্থ উপাসনা বা দাসত্ব। আল্লাহ আমাদের মালিক। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা। আর আল্লাহর ইবাদাত করতে যে সব কাজ করা হয় এসবই আ'মল।

যে বান্দার আ'মল ও ইবাদত কবুল হয় তার জীবন সফল। আর যার আ'মাল বা ইবাদাত কবুল হয় না সে ব্যর্থ। তবে আ'মল ও ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

প্রশ্নঃ আ'মল ও ইবাদত কবুল হওয়ার শর্তগুলো কী কী?

উত্তরঃ আ'মল ও ইবাদত কবুল হওয়ার শর্তসমূহ হল..

- সঠিক ঈমানঃ যে ব্যক্তির ঈমান সঠিক নয় তার কোনো কিছুই কবুল হয় না।
- ইখলাসঃ অর্থাৎ আমল ও ইবাদাত করতে হবে ভেজালমুক্ত থেকে খাঁটি নিয়তে শুধুই আল্লাহর জন্য।
- আমলটি হতে হবে রিয়া মুক্ত। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দ্যেশ্যে আ'মল করলে এটা কবুল করা হয় না।
- আহকাম ও আরকান তথা নিয়মকানুন মেনে কাজটি করতে হবে।
- কাজটি করতে হবে রাসুল (সাঃ)র তরিকাহ (আদর্শ) মত যেমন করেছেন রাসূলের সাহাবাগণ।
- যে ব্যক্তি আমল করল তাকে সকল প্রকার হারাম থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

উল্লেখিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে আ'মাল করলে এটা কবুল হবে। অন্যথায় এসব আ'মল মূল্যহীন বেকার কাজে পরিনত হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ ইসলাম গ্রহণ না করলে কি হয়?

উত্তরঃ ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলিম হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে না সে কাফির। কাফির আল্লাহর করুণা বঞ্চিত। আল্লাহ কাফিরকে ভালোবাসেন না, ক্ষমা করেন না, স্থান দেন না আপন রহমতের ছায়ায়।

আল্লাহ কাফেরের প্রতি গুস্বা হন, রাগান্বিত হন। তিনি কাফিরকে আযাব দেবেন, নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে। আর মুঅমিন ব্যক্তি আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভে ধন্য হবে। চিরস্থায়ী জীবনে সে জান্নাতে আরাম করবে।

অনুশীলনী

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

হুজুররা ভাল কাজ মনে করে যা করতে বলেন এসবই আমল বা ইবাদাত	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর দাসত্ব করতে যে সব কাজ করা হয় এসবই হচ্ছে আ'মল	সত্য	মিথ্যা
আ'মল ও ইবাদত করলেই কবুল হয়ে যায়, এ জন্য কোনো প্রকার শর্ত নেই	সত্য	মিথ্যা
আ'মল ও ইবাদত কবুল হওয়ার কিছু শর্ত আছে এসব শর্ত পূরণ করলেই আমল কবুল হয়	সত্য	মিথ্যা
আ'মল অর্থ কাজ আর ইবাদত অর্থ উপাসনা বা দাসত্ব	সত্য	মিথ্যা
যার ঈমান সঠিক নয় তার কোনো কিছুই কবুল হয় না	সত্য	মিথ্যা

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

- ভেজাল মুক্ত নিয়ত ও ভেজাল মুক্ত ইবাদাতের নাম..

আল্লাহর ওলী	তাকওয়া	ঈমান	ইখলাস

- এই পাঠে আমরা জানতে পেরেছিঃ আমল ও ইবাদাত কবুল হবার শর্ত..

২টি	৪টি	৬টি	৮টি

- আল্লাহর দাসত্ব করতে যে সব কাজ করা হয় এসবই

আ'মাল	হুজুর গিরী	পীর মুরিদী	দরবেশী

- যে বান্দার আ'মল ও ইবাদত কবুল হয় তার জীবন

অনেক বড় হয়	অনেক লম্বা হয়	সফল হয়	কিছুই হয় না

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

- আমাদের জীবন সফল হবে যদি আমাদের আ'মাল ও ইবাদাত আল্লাহর কাছে ..... হয়
- ইবাদাত অর্থ দাসত্ব করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ বিধান মেনে চলাকে .....বলা হয়
- **আ'মাল অর্থ কাজ,** আল্লাহর বিধান মেনে চলতে যে সব কাজ করা হয় এসবই.....
- আল্লাহর দাসত্ব করা আমাদের উপর.....
- আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে রাসূল সাঃ বাতানো..... মত

উত্তর লিখঃ

- কার তরিকা মেনে আ'মাল ও ইবাদাত করতে হয়? ……
- কে আমাদের মালিক? ……
- রাসূল সাঃর তরিকা বাদ দিয়ে মনগড়া পদ্ধতিতে ইবাদাত করলে এসব কবুল হবে কি? ……
- আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হবার শর্ত কয়টি?……

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- ঈমান……
- ইখলাস……
- ইবাদাহ……
- আ'মাল ……
- তরিকা……

২য় অধ্যায়

ঈমান পরিচিতি

ইসলাম গ্রহণের পর মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঈমান। কারণ যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে পারবে আখেরাতে অনন্ত জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি তার জন্য বরাদ্দ হয়ে যাবে। তাই ঈমান সম্পর্কে জানা ও বুঝা অপরিহার্য। সহজ ভাবে বুঝার জন্য আমরা এ অধ্যায়টিকে কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যেন বিষয়গুলো সহজ ভাবে বুঝা যায় এবং যা ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

১ম অনুচ্ছেদ

ঈমানের মৌলিক বিষয়

প্রশ্নঃ ঈমান কী?

উত্তরঃ ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। ঈমানের মূল শব্দ "আমান" অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি। আল্লাহর বিধানে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের নাম ঈমান। যার ফলে নিশ্চিত হয় চিরস্থায়ী জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি। ঈমান গ্রহণ করা এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করা আল্লাহর হুকুম। তাই এড়া হল সকল মানুষ ও জিন্নের উপর ফরজ।

প্রশ্নঃ ঈমান গ্রহণ করলে এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করলে কি লাভ হয়?

উত্তরঃ ঈমান গ্রহণ করলে এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করলে অনেক লাভ হয়। যেমন..

- যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করল এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করল সে আল্লাহর ওলী হয়ে যায়।
- যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করল এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করল সে আল্লাহর অতি আপন হয়ে যায়।
- যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে ঈমান গ্রহণ করল এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করল সে নিশ্চিত জান্নাতী হয়ে গেল।
- যতদিন ঈমান থাকবে ততদিন দুনিয়া থাকবে। ঈমান না থাকলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।
- ঈমান আনলে আরো অনেক লাভ হয়। যা পরবর্তি কিতাবে জানতে পারবে।

প্রশ্নঃ কীভাবে ঈমান গ্রহণ করতে হয়?

উত্তরঃ ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়, ঈমানের ঘোষণা দিতে হয় এবং ইসলামী আইন ও বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হয়।

প্রশ্নঃ ঈমানের মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ ঈমানের মৌলিক বিষয় ৬টি।

১. আল্লাহর উপর ঈমান।
২. আল্লাহর ফিরিস্তাগণের উপর ঈমান।
৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান।
৪. আল্লাহর রাসূলগণের উপর ঈমান।
৫. তাক্বদীরের উপর ঈমান।
৬. কিয়ামত, পুনরুত্থান ও আখেরাতের উপর ঈমান।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• আল্লাহ দেওয়া বিষয়াদির উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের নাম..

ইখলাস	তাকওয়া	ঈমান	আমল

• ঈমানের মৌলিক বিষয়..

৫টি	৪টি	৬টি	৭টি

• ঈমান গ্রহণ করা এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করা সকল মানুষ ও জিন্ন জাতির জন্য..

ঐচ্ছিক ব্যাপার	অত্যাবশ্যকীয় বিষয়	কিছুই না	নবীজির সুন্নত

• যে ব্যক্তি ঈমানকে তার অন্তরে লালন করল সে হয়ে গেল..

বড় হুজুর	মুসলমান	আম জনতা	আল্লাহর ওলী

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

• ঈমান শব্দটি এসেছে আরবী শব্দ “আমান” থেকে, যার অর্থ ..... ও .....
• আল্লাহর দেওয়া বিষয়াদির উপর .....আস্থা ও বিশ্বাসের নাম ঈমান
• যতদিন ঈমান থাকবে ততদিন দুনিয়া থাকবে, ...না থাকলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।
• ঈমান গ্রহণ করা এবং ঈমানকে অন্তরে লালন করা সকল মানুষ ও জিন্নের উপর .....
• যে ব্যক্তি ঈমানকে তার অন্তরে লালন করল সে আল্লাহর ..... হয়ে গেল।

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস	সত্য	মিথ্যা
যে ঈমান আনে সে আল্লাহর ওলী হয়ে যায়	সত্য	মিথ্যা
ঈমান না থাকলেও দুনিয়া তার নিময় মতই চলবে	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর বিধানে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের নাম কুফর	সত্য	মিথ্যা
সঠিক ভাবে ঈমান আনলে নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া যায়	সত্য	মিথ্যা
ঈমানের মৌলিক বিষয় ৫টি	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- ঈমানের মূল শব্দ কি? .....
- ঈমান শব্দের অর্থ কি? .....
- দুনিয়া কখন ধ্বংস হবে? .....
- ঈমানের মৌলিক বিষয় কয়টি? .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- ঈমান .....
- অবিচল .....
- ওলী .....
- তাক্বদীর .....
- পুনরুত্থান .....
- দুনিয়া .....

২য় অনুচ্ছেদ

আল্লাহর উপর ঈমান

প্রশ্নঃ আল্লাহর উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

উত্তরঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহর কোনো সন্তান নেই, আল্লাহ ও কারো সন্তান নন। আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই, কিছুই নেই। আল্লাহ-ই একক ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ সকলের মালিক।

এ মহাবিশ্ব আল্লাহ একাই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ-ই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, খালিক্ব। আল্লাহ সকলের প্রয়োজন মিটান। সবার জন্য করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করেন, সকলের জন্য বৈধ ও অবৈধ ঠিক করে দেন, ঠিক করে দেন সকলের জীবন বিধান। কারণ আল্লাহ-ই আসল রাব্ব, একমাত্র প্রভু। আল্লাহ-ই সকলের রিজিকদাতা, রাজ্জাক।

আসমান যমীনের সকল কর্তৃত্ব আল্লাহর। আল্লাহ-ই সবকিছুর উৎস। আল্লাহ অসীম ক্ষমতাধর। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। আল্লাহকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কারণ আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম, আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ।

আল্লাহ সব শুনেন, সব দেখেন। আল্লাহ বান্দার তাওবাহ কবুল করেন, গোনাহ মাফ করেন। আল্লাহ অসীম দয়াবান। আল্লাহ শাস্তি দানেও কঠোর। আল্লাহ সবকিছু একাই করেন। আল্লাহর কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ সর্বগুণে গুণান্বিত। আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

- আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল কর্তৃত্ব একমাত্র..

দৈত্য দানবের	সেনা বাহিনীর	জনগণের	আল্লাহর

- সকল কিছুর উৎস হলেন..

পানি	মাটি	আল্লাহ	জনগণ

- কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না..

আল্লাহকে	প্রধান মন্ত্রীকে	প্রেসিডেন্টকে	আর্মিকে

- আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক

চেয়ার	ঘর	পোশাক	নাম

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

- আল্লাহ এক ও .....
- .....কোনো শরীক নেই।
- আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ.....নেই
- আল্লাহকে কারো কাছে ..... করতে হয় না।
- আল্লাহর মালিকানা.....
- আল্লাহর ..... নিরঙ্কুশ।

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই, কিছুই নেই	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহই আসল রাব্ব, একমাত্র প্রভু	সত্য	মিথ্যা
পৃথিবীর সকল কর্তৃত্ব মানুষের	সত্য	মিথ্যা
মানুষই সকল ক্ষমতার উৎস	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর মালিকানা সার্বভৌম। আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ।	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- কে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক? .....
- নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী কে? .....
- আমরা সবাই কার মুখাপেক্ষী? .....
- আসমান যমীনে সকল কর্তৃত্বের মালিক কে? .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- নিরঙ্কুশ .....
- কর্তৃত্ব .....
- সার্বভৌমত্ব .....
- মুখাপেক্ষী .....
- সমকক্ষ .....

৩য় অনুচ্ছেদ

ফিরিস্তাগণের উপর ঈমান

প্রশ্নঃ ফিরিস্তা কারা এবং তাদের উপর কী ভাবে ঈমান আনতে হয়?

উত্তরঃ ফিরিস্তা আল্লাহর সৃষ্টি। ফিরিস্তা নূরের তৈরি। ফিরিস্তা আল্লাহর অনুগত জাতি। ফিরিস্তা কখনো অবাধ্য হয় না, আদেশ লঙ্ঘন করে না। আল্লাহ যা হুকুম করেন ফিরিস্তা তাই করে। ফিরিস্তা কখনো ক্লান্ত হয় না। ফিরিস্তাদের খাদ্য, পানীয়, ঘুম, বিশ্রাম ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। পেশাব পায়খানার দরকার হয় না। ফিরিস্তা নর নয়, নারীও নয়। ফিরিস্তাদের সন্তান হয় না, পরিবার হয় না।

ফিরিস্তাদের জীবন মরণ আমাদের মত নয়। আল্লাহ তাদেরকে একসাথে বানিয়েছেন। সবাই একসাথে মারাও যাবে। ফিরিস্তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে চারজন ফিরিস্তা খুব প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত এবং বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত।

প্রশ্নঃ প্রসিদ্ধ চারজন ফিরিস্তা কে কে এবং তারা কোন দায়িত্বে নিয়োজিত?

উত্তরঃ প্রসিদ্ধ চারজন ফিরিস্তা হলেন..

১. **জিবরাঈল** আলাইহি-স-সালাম। তিনি ফিরিস্তাদের নেতা। আল্লাহ তার দেহে অনেক শক্তি দিয়েছেন। দুনিয়ার সকল জিন্ন পরি দৈত্য দানব ও মানুষ একত্রিত হলেও জিবরাঈলের সমান হবে না। রূহ (শক্তি), রূহ আল-আমীন (বিশ্বস্থ শক্তি), রূহ আল-ক্বুদস্ (পবিত্র শক্তি), ক্বাওয়ী (শক্তিমান) ইত্যাদি জিবরাঈলের উপনাম। জিবরাঈল আল্লাহর বিশেষ দূত। তিনি আল্লাহর বাণী নবী-রাসূলগণের নিকট পৌঁছে দেন। নবী-রাসূলকে সাহায্য করেন। আল্লাহ হুকুম করলে আযাব দিয়ে পাপিষ্ঠদের ধ্বংস করে দেন।

২. **মিকাঈল** আঃ। আব-হাওয়া, ফল-ফসল ও খাদ্য শয্যের দায়িত্বে নিয়জিত ফিরিস্তা।

৩. **ইসরাফীল** আঃ কিয়ামতের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তা।

৪. **মালাকু-ল-মাওত**, মৃত্যু দূত। মৃত্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিস্তা। আল্লাহর আদেশ পেয়ে তিনি প্রাণীকুলের জান কবজ করেন। আমাদের সমাজে তিনি আজরাইল নামে খ্যাত।

জান্নাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তার নাম রিদ্বওয়ান এবং জাহান্নামের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তার নাম মালিক। তারাও খ্যাতিমান ফিরিস্তা। এছাড়া কিরামান কাতিবীন, সায়্যাহীন, মুনকার নাকীর, ইত্যাদি ফিরিস্তাদের আরো নানা দল রয়েছে।

প্রশ্নঃ কিরামান কাতিবীন কারা?

উত্তরঃ মানুষের কাজকর্মের হিসাব ও রেকর্ড রাখার দায়িত্বে নিয়জিত আছেন একদল ফিরিস্তা। তারা সর্বদা মানুষের সঙ্গে থাকেন। তাদের বলা হয় “কিরামান কাতিবীন” (সম্মানিত লেখনগণ)

প্রশ্নঃ "কিরামান কাতিবীন" কি জন্ম থেকেই মানুষের সঙ্গে থাকেন?

উত্তরঃ না, "কিরামান কাতিবীন" জন্ম থেকে মানুষের সঙ্গে থাকেন না। মানুষ বালিগ হবার পর থেকে তারা তার সঙ্গে থাকা এবং তার কাজকর্মের হিসাব রাখা শুরু করেন।

প্রশ্নঃ মানুষ কখন বালিগ হয়?

উত্তরঃ ছেলেরা সাধারণত স্বপ্নদোষ হলে বালিগ হয়। তখন থেকে তাদের কণ্ঠস্বর বদলে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। আর মেয়েরা সাধারণত বালিগ হয় যখন তাদের ঋতুস্রাব শুরু হয়।

প্রশ্নঃ সায়্যাহীন কারা?

উত্তরঃ একদল ফিরিস্তা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। কেউ নেককাজ করলে তারা খুশী হন। তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, তাদের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন। তারা হলেন "সায়্যাহীন" (ভ্রমণ কারী দল।) উল্লেখ তাদেরক রহমতের ফিরিস্তা হিসেবেও দেখা হয়।

প্রশ্নঃ মুনকার নাকীর কারা?

উত্তরঃ মানুষ মারা যাবার পর তাদেরকে প্রশ্ন করার দায়িত্ব আরো একদল ফিরিস্তার। তারা হলেন "মুনকার নাকীর"

এভাবে ফিরিস্তাদের নানা দল নানা কাজে নিয়োজিত থাকেন। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আরো জানতে পারবে ইনশা আল্লাহ।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• ফিরিস্তা কিসের তৈরি

সোনার	ফুলের	মাটির	নূরের

• ফিরিস্তাদের প্রয়োজন হয় না..

ইবাদাতের	আল্লাহর হুকুম মানার	খাদ্যের	নামাযের

• ফিরিস্তাদের নেতার নাম..

মুহাম্মাদ	মিকাঈল	জিবরাঈল	আজরাঈল

• যে সব ফিরিস্তা যমীনে ভ্রমণ করে তাদের বলা হয়..

কিরামান কাতিবীন	মুনকার নাকীর	মালাকুল মাওত	সায়্যাহীন

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

- ফিরিস্তাদের জীবন আমাদের জীবনের মত .....
- ..... একজন ফিরিস্তা, তিনি আবহাওয়া, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত
- সিঙ্গা ফুকার দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তার নাম .....
- মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তাকে বলা হয় .....
- যে সব ফিরিস্তা মানুষের সকল কাজের হিসাব রাখেন তাদের বলা হয় .....
- ..... মরার পর কবরে মানুষকে প্রশ্নকারী ফিরিস্তা
- ফিরিস্তাদের যে সব দল যমীনে ঘুরে বেড়ায় তাদের বলা হয় .....

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

মিকাঈল আ. ফিরিস্তাদের নেতা	সত্য	মিথ্যা
নবী রাসূলগণের কাছে ওহী নিয়ে আসেন জিবরাঈল আ.	সত্য	মিথ্যা
মালাকু-ল-মাওত মৃত্যুর দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তা	সত্য	মিথ্যা
ইসরাফীল আ. জাহান্নামের দারোয়ান	সত্য	মিথ্যা
রিদ্বওয়ান জান্নাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তাদের নেতা	সত্য	মিথ্যা
মালিক ফিরিস্তা কিয়ামতে শিঙ্গা ফু দিবেন	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তাদের নেতার নাম কি? .....
- জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তাদের নেতার নাম কি? .....
- মানুষের কাজ ও কথার হিসাব রাখেন কোন ফিরিস্তা? .....
- কিরামান কাতিবীন কখন মানুষের সঙ্গে অবস্থান নেন? .....

- যে দুইজন ফিরিস্তা কবরে প্রশ্ন করবেন তাদের নাম কি? .....
- ফিরিস্তাদের যে সব দল যমীনে ঘুরে বেড়ায় তাদের নাম কি? .....
- চারজন প্রসিদ্ধ ফিরিস্তার নাম ও কাজ বলঃ

  ১) .....

  ২) .....

  ৩) .....

  ৪) .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- জিবরাঈল .....
- মিকাঈল .....
- মালাকু-ল-মাওত .....
- কিরামান কাতিবীন .....
- মুনকার নাকীর .....
- সায়্যাহীন .....
- রিদ্বওয়ান .....
- মালিক .....

৪র্থ অনুচ্ছেদ

আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান

প্রশ্নঃ আল্লাহর কিতাবে কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

উত্তরঃ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত ইতিহাস, তথ্য, আইন, বিধান, নীতিমালা ইত্যাদি সবকিছু বিশ্বাস করে এসব মেনে নেওয়া এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলার নাম কিতাবের উপর ঈমান।

প্রশ্নঃ আল্লাহর কিতাব কোথায় রাখা আছে?

উত্তরঃ সাত আসমানের উপরে একটি বিশেষ তখতী আছে। এর নাম লাউহে মাহফূজ। আল্লাহর কিতাব ওখানে সংরক্ষিত থাকে।

প্রশ্নঃ আল্লাহর কিতাব দুনিয়াতে কি ভাবে আসে?

উত্তরঃ আল্লাহ তাঁর কিতাব লাউহে মাহফূজ থেকে ফিরিস্তার মাধ্যমে দুনিয়ায় পাঠিয়ে থাকেন। আল্লাহর কিতাব সাত আসমানের উপর থেকে আসে বিধায় এটাকে বলা হয় নাযিল হওয়া বা অবতীর্ন হওয়া।

প্রশ্নঃ আল্লাহ কার প্রতি কিতাব নাযিল করেন?

উত্তরঃ আল্লাহ কিতাব নাযিল করেন মানুষ ও জিন্ন জাতির প্রতি।

প্রশ্নঃ আল্লাহ কিতাবে কি কি বিষয় বিদ্যমান থাকে?

উত্তরঃ আল্লাহর কিতাবে অনেক কিছুই বিদ্যমান থাকে। এসবের অন্যতম কয়েকটি হল..

- মানব সভ্যতার ইতিহাস
- আগেকার নবী রাসূল ও বিভিন্ন জাতির ইতিহাস
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক অজানা তথ্য
- আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য
- সৃষ্টির লক্ষ্য
- আল্লাহর কুদরত ও শক্তির নমুনা
- চরিত্রবান আদর্শ জীবন গঠনের দিকনির্দেশনা
- স্বচ্ছ ও জবাবদিহি মূলক জীবনের নীতিমালা
- এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল জীবন ও সমাজ পরিচালনার এবং বিচার ও শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধান।

প্রশ্নঃ আল্লাহ কেন কিতাব নাযিল করেন?

উত্তরঃ আল্লাহ কিতাব নাযিল করেন আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য, জীবনের পাথেয় হিসেবে এবং এর পিছনে আরো অনেক উদ্দেশ্য ও রহস্য বিরাজমান থাকে। যেমন..

- আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত সবকিছু মেনে নিয়ে মানুষ নিজের ঈমানকে মজবুত করে নেবে
- আল্লাহর কিতাবকে জীবনের পাথেয় হিসেবে মেনে নিয়ে মানুষ যেন আখেরাতমুখী কল্যাণকর জীবন গঠনে সক্ষম হয়
- আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিধান মত বিচার ও শাসন করে মানুষ গঠন করবে কল্যাণকর উন্নত সমাজ
- আল্লাহর কিতাবে উল্লেখিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিষয়ক আয়াত নিয়ে গবেষণা করে মানুষ তাদের জীবন মান উন্নত করবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ আল্লাহ কার কাছে কিতাব পাঠান এবং কি ভাবে?

উত্তরঃ আল্লাহ কিতাব পাঠান রাসূলের কাছে, ফিরিস্তার মাধ্যমে। আর রাসূল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

প্রশ্নঃ আল্লাহ মানুষকে কোন ধরনের কিতাব দিয়েছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ মানুষকে দুই ধরনের কিতাব দিয়েছেন। সাহীফাহ ও কিতাব তথা পুস্তিকা ও গ্রন্থ।

প্রশ্নঃ সাহিফাহ কি?

উত্তরঃ ছোট ছোট পুস্তিকাকে সাহিফাহ বলে। আল্লাহ মানুষকে অনেকগুলো সাহিফাহ দিয়েছেন। এর সঠিক হিসাব আমরা জানি না।

প্রশ্নঃ কিতাব কি?

উত্তরঃ বড় বড় গ্রন্থকে কিতাব বলে। আল্লাহ মানুষকে চারটি বিশেষ কিতাব দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি পরিপূর্ণ কিতাব আর একটি শুধু উপদেশবাণী।

প্রশ্নঃ পরিপূর্ণ কিতাব কি আর উপদেশ বাণী কি?

উত্তরঃ যে কিতাবে মানুষের জীবন বিধান বর্ণিত থাকে এটা হল পরিপূর্ণ কিতাব। আর যে কিতাবে জীবন বিধান বর্ণিত থাকে না বরং শুধু উপদেশ দেয়া হয় এটা হচ্ছে উপদেশবাণী।

প্রশ্নঃ আল্লাহর কিতাব কি কি এবং কোনটি পরিপূর্ণ কিতাব আর কোনটি উপদেশবাণী?

উত্তরঃ আল্লাহর দেয়া কিতাব মোট চারটি। যথা..

১. **তাওরাতঃ** তাওরাত একটি পরিপূর্ণ কিতাব। এ কিতাবে মানুষের জীবন বিধান বর্ণিত হয়েছে। অনেক নবী ও বাদশাগণ এ কিতাব মেনেই জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন, এ কিতাবের বিধান মত দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করেছেন এবং এ কিতাবের আইন মত বিচার ও শাসন করেছেন।

২. **যাবূরঃ** এটা ছিল শুধুই উপদেশবাণী।

৩. **ইনজিলঃ** এটাও পরিপূর্ণ কিতাব।

৪. **আল-ক্বুরআনঃ** এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত কিতাব। এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র সংবিধান ও জীবন বিধান হিসেবে বলবত থাকবে। নবী মুহাম্মাদ সাঃ এবং পরবর্তী খালিফাহগণ এ কিতাব মেনে-ই মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ কিতাবের বিধান মত দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করেছেন এবং আল-কুরআনের আইন অনুযায়ী বিচার ও শাসন করেছেন।

যতদিন দুনিয়াতে খিলাফাহ ছিল ততদিন আল-ক্বুরআন-ই ছিল মুসলিম বিশ্বের একমাত্র সংবিধান। কিন্তু ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে খিলাফাহ ধ্বংস করা হয়। তখন থেকে বদলে যায় সবকিছু।

প্রশ্নঃ কোন কিতাব কোন্ নবীর উপর নাযিল হয়েছে এবং কি ভাবে?

উত্তরঃ তাওরাত মুসা আঃর উপর নাযিল হয়েছে। তাওরাত গ্রহণের জন্য মুসা আঃকে চল্লিশ দিন পাহাড়ে অবস্থান করতে হয়েছে। কিতাবটি দেওয়া হয়েছে কয়েকটি তখতীতে লিখিত আকারে। যাবূর লিখিত ভাবে দাউদ আঃকে দেয়া হয়েছে। ঈসা আঃর জন্মলগ্ন থেকেই ইনজিল তাঁর অন্তরে স্থাপন করে দেয়া হয়েছিল।

আর আল-ক্বুরআন মুহাম্মাদ সাঃকে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ তেইশ বছরে। ফিরিস্তা জিবরাঈল আঃ প্রয়োজন মত আয়াত বা সূরাহ নিয়ে আসতেন এবং রাসূল সাঃকে পড়ে শুনাতেন। এটাই ছিল আল-কুরআনের অবতরণ পদ্ধতি। এভাবে ২৩ বছরে ক্বুরআন অবতরণ সমাপ্ত হয়। কিন্তু মানুষ আল্লাহর দেওয়া সকল কিতাবকে সংরক্ষণ করতে পারেনি।

প্রশ্নঃ কোন্ কিতাব এখনো সংরক্ষিত আছে আর কোনটি নেই?

উত্তরঃ আল্লাহর কিতাব হিসেবে শুধু আল-ক্বুরআন-ই এখনো সংরক্ষিত আছে। অন্য সকল কিতাব মানুষ বদলে ফেলেছে। কারণ এগুলো সংরক্ষনের ভার মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে আল-ক্বুরআন কেউ বদলাতে পারবে না। এটা কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে। কারণ এটা সংরক্ষণের দায়ভার আল্লাহ নিজ হাতে রেখেছেন।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত সবকিছু বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়ার নাম..

মৌলবাদ	কিতাবের উপর ঈমান	ধর্মান্ধতা	রাজনীতি

• জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব মেনে চলতে পারলেই আমরা হতে পারব..

আসল পীর	মসজিদের ঈমান	প্রকৃত আলিম	প্রকৃত মুঅমিন

• আল-কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য একমাত্র ..

ধর্মগ্রন্থ	জীবন বিধান	খতম পড়ার কার্যকারী কিতাব	ঝাড় ফুকের আসল কিতাব

• আল্লাহর কিতাব হিসেবে শুধু আল-ক্বুরআনই এখনো ..

ঝাড় ফুকে কার্যকারী	মানা হয়	পড়া হয়	সংরক্ষিত আছে

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

- যে কিতাবে মানুষের জীবন বিধান বর্ণিত থাকে এটাকে বলা হয় ……. কিতাব
- তাওরাত একটি পরিপূর্ণ…… ছিল
- তাওরাত ……. আঃর উপর নাযিল হয়েছে
- যাবুর ……. আঃর নাযিল হয়েছে
- ইনজীল আঃর উপর নাযিল হয়েছে
- আল-কুরআন …… সাঃর উপর নাযিল হয়েছে
- শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিতে ভালকে মন্দ আর মন্দকে …… বানিয়ে উপস্থাপন করে।
- যতদিন দুনিয়াতে খিলাফাহ ছিল ততদিন আল-ক্বুরআনই ছিল মুসলিম বিশ্বের একমাত্র……
- আল-ক্বুরআন কেউ বদলাতে পারবে না। কারন এটা সংরক্ষণের দায়ভার আল্লাহ নিজ……. রেখে দিয়েছেন
- আল-ক্বুরআন মুহাম্মাদ সাঃকে দেয়া হয়েছে দীর্ঘ……. বছরে

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

ছোট ছোট পুস্তিকাকে সাহিফাহ বলে	সত্য	মিথ্যা
বড় বড় গ্রন্থকে কিতাব বলে	সত্য	মিথ্যা
আল্লাহর কিতাব বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে	সত্য	মিথ্যা
যে কিতাবে মানুষের জীবন বিধান বর্ণিত থাকে না এটাকে পরিপূর্ণ কিতাব বলা হয়	সত্য	মিথ্যা
১৯৪৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে খিলাফাহ ধ্বংস করা হয়	সত্য	মিথ্যা
ঈসা আঃর জন্ম লগ্ন থেকেই ইনজিল তাঁর অন্তরে স্থাপন করে দেওয়া হয়েছিল	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- আল্লাহর কোন কিতাব এখনো সংরক্ষিত আছে?.....
- ইনজীল আল্লাহর দেওয়া পরিপূর্ণ কিতাব ছিল, না শুধুই উপদেশ বানী?.....
- মানুষ চাইলেও কুরআনকে বদলাতে পারবে না কেন? .....
- আল-কুরআন শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ, নাকি মানব জাতির জীবন বিধান? .....
- তাওরাত কি ভাবে দেওয়া হয়েছে? .....
- কখন খিলাফাহ ধ্বংস করা হয়েছে?
- যতদিন দুনিয়াতে খিলাফাহ ছিল ততদিন মুসলিম বিশ্বের সংবিধান কি ছিল?

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- কুরআন .....
- পরিপূর্ণ .....
- সংরক্ষিত .....
- ২৩ বছর .....
- জীবন বিধান .....
- খিলাফাহ .....
- সাহীফাহ .....

৫ম অনুচ্ছেদ
রাসূলগণের উপর ঈমান

প্রশ্নঃ রাসূল কী?

উত্তরঃ রাসূলগণ আল্লাহর প্রেরিত মহামানব। মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহ তাদের পাঠিয়ে থাকেন। আল্লাহ সকল রূহ একসাথে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির পর সকল রূহ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন। সবাই তখন স্বীকৃতি দিয়েছে "আল্লাহ-ই আমাদের রাব্ব এবং একমাত্র রাব্ব"। সকলেই ওয়াদা করেছে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রাব্ব মেনে নেবে না।

কিন্তু দুনিয়ায় আসার পর দুনিয়ার মোহে ও শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ তাদের ওয়াদার কথা ভুলে যায়। তারা তখন আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে। আল্লাহর আদর্শ ছেড়ে গ্রহণ করে অন্য আদর্শ, মেনে চলে অন্য বিধান। আর এভাবেই মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে দিয়ে দেয় রাব্ব'র আসন।

তাই দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে, তাদের দেওয়া স্বীকৃতি ও ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যুগে যুগে আল্লাহ তায়া'লা কিছু মহামানব পাঠিয়ে থাকেন। আল্লাহর পাঠানো ওইসব মহামানবগণই নবী ও রাসূল।

প্রশ্নঃ নবী ও রাসূলগণ কী করেন?

উত্তরঃ নবী ও রাসূলগণ তাওহীদের কথা বলেন। কুফর শিরক বাদ দিয়ে তাওহীদের অনুসারী হতে আহ্বান করেন। তারা বলেনঃ আল্লাহ-ই একমাত্র ইলাহ। আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ-ই আসল রাব্ব। তাই আমাদের জন্য আইন, বিধান ও নীতিমালা ঠিক করে দেওয়ার তিনিই একমাত্র বৈধ অধিকারী। সুতরাং আমাদের উপর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব হবে শুধুই আল্লাহর।

নবী ও রাসূলগণ আহ্বান করেন মুর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি ছেড়ে দিতে, এক আল্লাহর আদর্শে আদর্শবান হতে এবং তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ ও জাতি গঠন করতে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে এবং ভণ্ড ও প্রতারক নেতাদের বর্জন করে মহান আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলের অনুকরণ করতে তথা উনাদের নেতৃত্ব মেনে চলতে। আর এটাই হল রাসূলগণের উপর ঈমান আনার মূল কথা। রাসূলগণের উপর ঈমান আনা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ রাসূলগণের উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

উত্তরঃ রাসূলগণ আল্লাহর প্রেরিত দূত। রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে রাসূলের অনুকরণ করতে হয় এবং রাসূলের বাতানো পথে জীবন পরিচালনা করতে হয়। এটাই রাসূলের উপর ঈমানের স্বার কথা। কিন্তু রাসূল আসার পর মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করে আর কেউ করে বিরোধিতা।

প্রশ্নঃ যারা রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করে রাসূল তাদের কি বলেন?
উত্তরঃ যারা রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করে রাসূল তাদেরকে..

- ভাল হতে বলেন।
- স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক আখেরাত মুখী কল্যাণময় জীবন গড়তে বলেন।
- ন্যায়, সাম্য, ইনসাফের কথা বলেন।
- সবাইকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে বলেন।
- আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শ মেনে নিতে বলেন।
- যারা রাসূলের কথা মেনে চলে রাসূল তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

প্রশ্নঃ যারা রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করে না, তাদের সম্পর্কে রাসূলগণ কি বলেন?
উত্তরঃ যারা রাসুলের আদর্শ গ্রহণ করে না, রাসূলগণ তাদের সাবধান করে দেন। রাসূলগণ আল্লাহর আযাব ও পাপের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে থাকেন।

প্রশ্নঃ রাসূলের আদর্শ কী?
উত্তরঃ রাসূলের আদর্শের নাম শারীয়া'হ। ইসলামী শারীয়া'হ মত জীবন যাপন করাই রাসূলের আদর্শ। শারীয়া'হ মত জীবন যাপন করা আমাদের উপর ফরজ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই শারীয়া'হ মানতে হয়। এটাই আল্লাহর হুকুম এবং এটাই রাসূলের তরিকাহ।

প্রশ্নঃ শারীয়া'হ অর্থ কী?
উত্তরঃ শারীয়া'হ অর্থ আইন ও বিধান। মানব জীবনে মেনে চলার জন্য মহান আল্লাহ্ রাসূলগণের মাধ্য মানুষের জন্য যে সব আইন, বিধান ও নীতিমালা ঠিক করে দেন এসবকেই শারীয়া'হ বলা হয়। শারীয়া'হ মেনে জীবন যাপন করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ শারীয়া'হ না মানলে কি হয়?
উত্তরঃ শারীয়া'হ না মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তখন নামায, রোজা, হাজ্জ, যাকাত, তাসবীহ, তিলাওয়াত কিছুই আর কবুল হয় না।

প্রশ্নঃ সর্ব প্রথম রাসূল কে এবং তিনি কি করেছেন?
উত্তরঃ সর্ব প্রথম রাসূল আদম আঃ। তিনিই দুনিয়ার প্রথম মানব। তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ করেছেন। তিনি নিজ সন্তানদেরকে দ্বীন শিখিয়েছেন, দ্বীন বুঝিয়েছেন, আল্লাহর বিধান মত পরিচালিত করেছেন।

তিনি জীবিত থাকতেই তাঁর সন্তান-সন্ততি তিন হাজার পেরিয়ে গিয়েছিল, গড়ে উঠে ছিল ৩ হাজার মানুষের মানব সমাজ।

বিশ্বের প্রথম মানব সমাজের নেতা ছিলেন আদম আঃ। তিন হাজার মানুষের এ সমাজকে তিনি আল্লাহর বিধান মত গড়ে তুলেছিলেন। যে সমাজের মূল ভিত্তি ছিল তাওহীদ আর মূল আদর্শ ছিল আদম আ.র আদর্শ। তাঁর আবাসিক এলাকা ছিল শামদেশ, বর্তমান ফিলিস্তিন।

প্রশ্নঃ সর্বশেষ রাসূল কে এবং তিনি কি করেছেন?

উত্তরঃ সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মাদ সাঃ। তিনি আরব দেশের মক্কাহ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবী হন। নবী হওয়ার পর তের বছর মক্কায় থেকে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত করেন। মক্কাহ থাকা কালীন সময়ে তিনি ৩টি পদ্ধতিতে দাওয়াতী কাজ পরিচালিত করেন।

প্রথমে তিনি সামাজিক ভাবে উন্মুক্ত দাওয়াত দেন। মক্কার নেতারা এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে তিনি ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াত শুরু করেন। নেতারা এতে বাঁধা দিলে তিনি গোপনে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত করেন।

নবী হবার তের বছর পর মুহাম্মাদ সাঃ মক্কাহ ত্যাগ করেন এবং হিজরত করে মদীনাহ চলে যান। তিনি যাবার আগেই মদিনার নেতারা ইসলাম গ্রহন করেছিলেন এবং মদিনার নের্তৃত্ব রাসূল সা.র হাতে ছেড়ে দেবার অঙ্গীকার করেছিলেন। মদিনায় গিয়ে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং গড়ে তুলেন কাংখিত মুসলিম সমাজ। রাসূলের হাতে গড়া এ সমাজই ছিল মানব ইতিহাসের উৎকৃষ্টতম আদর্শ সমাজ।

প্রশ্নঃ রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজের মূলভিত্তি ও আইনের উৎস কি ছিল?

উত্তরঃ রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজের মূলভিত্তি ছিল তাওহীদ আর আইনের উৎস ছিল ক্বুরআন ও সুন্নাহ।

প্রশ্নঃ রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজ ব্যবস্থা কতদিন বলবত ছিল।

উত্তরঃ রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজ ব্যবস্থা ১৯২৪ ঈসায়ী পর্যন্ত বলবত ছিল।

প্রশ্নঃ রাসূল সাঃর হাতে গড়া ইসলামী সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট বর্ণনা কর।

উত্তরঃ রাসূল সাঃর হাতে গড়া ইসলামী সমাজ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও আদর্শ সমাজ। যে সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। কুরআন হাদীছে প্রশংসিত এ সমাজের বৈশিষ্ট অনেক। এসবের মাঝে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি হল..

- এ সমাজে সবাইকে তার ন্যায় সঙ্গত অধিকার দেয়া হত। মুসলিম অমুসলিম কাউকেই তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত না।
- এ সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ বলবত ছিল। কারো উপর অবিচার বা জুলুম করা হত না।
- এ সমাজে আইনের শাসন ছিল। কেউ অন্যায় করলে তার উপযুক্ত বিচার হত।
- এ সমাজের নেতারা ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। তারা অন্যায় করতেন না, অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দিতেন না।
- এ সমাজের শাসন ও বিচার ছিল স্বচ্ছ ও জবাবদিহি মূলক। এখানে কোনো অন্যায় অবিচারের সুযোগ ছিল না।
- এ সমাজ ব্যবস্থার আওতায় দুনিয়ার সকল মুসলমান ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী। তখন দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত থাকলেও মুসলমানদের মাঝে সামাজিক বিভাজন ছিল না। তখন মুসলিমরা ছিল বিশ্বের ক্ষমতাধর পরাশক্তি।
- এ ছাড়াও এ আদর্শ সমাজের আরো অনেক বৈশিষ্ট ছিল।

প্রশ্নঃ রাসূল সা.র হাতে গড়া সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনের মূল দরশনগুলো কী কী?

উত্তরঃ রাসূল সা.র হাতে গড়া সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনের মূল দর্শনগুলো ছিল..

মূলভিত্তিঃ রাসূল সা.র হাতে গড়া সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনের মূলভিত্তি ছিল "তাওহীদ"।

আইনের উৎসঃ রাসূল সা.র হাতে গড়া সমাজ, জাতি ও দেশের আইনের উতস ছিল "কুরআন ও সুন্নাহ"।

জাতীয়তাবাদঃ রাসূল সা.র হাতে গড়া সমাজ, জাতি গড়ে উঠে ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের দর্শন মেনে। এজন্য পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের মানুষ মুসলিম হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এ জাতির অংশ হয়ে যেত এবং এ দেশের নাগরিক হয়ে যেত।

বিচার ও শাসন পদ্ধতিঃ রাসূল সা.র হাতে গড়া সমাজ, জাতি ও দেশের বিচার ও শাসন পদ্ধতি ছিল ইসলামী শারীয়া'হ।

প্রশ্নঃ রাসূল সাঃর হাতে গড়া এ সমাজ ব্যবস্থা কী ভাবে ধ্বংস হয়েছে?

উত্তরঃ ১৯২৪ ঈসায়ী সালে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে বিভক্ত করে তাদের মাঝে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ রাসূল সাঃর আদর্শে গড়া এ সোনালী সমাজ আবার ফিরে আসবে কি?

উত্তরঃ হাঁ..। এমন দিন আবার ফিরে আসবে। শেষ যামানায় মুসলমানদের মাঝে একজন নেতা আসবেন। হাদীছে যাকে খালীফাহ মাহদী বলা হয়েছে। অনেক মানুষ যাকে ইমাম মাহদী বলে চিনে।

মাহদী আবার এমন সোনালী দিন ফিরিয়ে আনবেন। তখন আকাশ থেকে নেমে আসবেন ঈসা (আঃ)। তিনি হবেন এ সোনালী সমাজের আদর্শ নেতা।

প্রশ্নঃ তোমার জানা মত কয়েকজন নবী ও রাসূলের নাম লিখ।

উত্তরঃ

আদম আঃ	শিশ আঃ	ইদরিছ আঃ	নূহ আঃ	হুদ আঃ
সালিহ আঃ	ইবরাহীম আঃ	লূত্ব আঃ	ইসমাইল আঃ	ইসহাক আঃ
ইয়াকুব আঃ	ইউসুফ আঃ	মুসা আঃ	হারুন আঃ	ইলইয়াস আঃ
আলইয়াসাআ'	দাউদ আঃ	সুলাইমান আঃ	যাকারিয়্যা আঃ	ইয়াহইয়া আঃ
আইয়্যুব আঃ	ইউনুস আঃ	শুয়া'ইব আঃ	ঈসা আঃ	মুহাম্মাদ সাঃ

প্রশ্নঃ শেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃর জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তরঃ শেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর দুইটি নাম ছিল। মুহাম্মাদ ও আহ'মাদ। তার বাবার নাম আব্দুল্লাহ, দাদার নাম আব্দু-ল-মুত্তালিব। মুহাম্মাদ সাঃর মায়ের নাম ছিল আমিনাহ।

৫৭০ ঈসায়ী সনে অর্থাৎ ঈসা আঃর জন্মের ৫৭০ বছর পর রাবীউ'-ল-আউয়্যাল মাসের ১২ তারিখ (অন্য মতে ৯ তারিখ) সোমবার আরব দেশের মক্কাহ নগরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই পিতাকে হারান এবং তার বয়স যখন ছয় বছর তখন তার মা মারা যান।

১২ বছর বয়সে তিনি ব্যবসার জন্য চাচার সাথে শামদেশে গমন করেন। ২৫ বছর বয়সে খাদিজাহ রাঃকে বিয়ে করেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন এবং দ্বীনের দাওয়াত শুরু করেন। দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তাঁকে অনেক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

তার বয়স যখন ৫৩ বছর তখন মক্কার লোকেরা তাকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং হত্যার উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে তার ঘর অবরোধ করে ফেলে। তখন আল্লাহর হুকুমে রাতের আঁধারেই তিনি মক্কাহ ত্যাগ করেন এবং হিজরত করে মদীনাহ চলে যান। মদীনাহ গিয়ে তিনি প্রথমে দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং গড়ে তুলেন মসজিদ কেন্দ্রিক মুসলিম সমাজ।

মদীনাহ যাওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের বিধান আসে, শুরু হয় যুদ্ধ। ১০ বছরের মাদানী জীবনে মুহাম্মাদ সাঃ ছোট বড় প্রায় ৮৭টি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এর মধ্যে ২৭টিতে তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করেন।

৫৯ বছর বয়সে তিনি উমরাহ পালনের জন্য মক্কাহ আসেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা তাকে শহরে ঢুকতে দেয়নি। ফলে উমরাহ না করেই তিনি মদীনাহ ফিরে যান এবং চুক্তি অনুযায়ী পরের বছর মক্কাহ এসে উমরাহ করেন। ৬১ বছর বয়সে তিনি মক্কাহ দখল করেন এবং ৬২ বছর বয়সে হাজ্জ করেন।

৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন তথা এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। মদীনাতে তিনি দশ বছর থেকেছেন। এ ১০ বছরে ইসলামী শারীয়া'হ পূর্ণতা লাভ করে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• আল্লাহর পাঠানো মহামানবগণই..

পীর আউলিয়া	জাতীয় নেতা	আলিম উলামা	নবী ও রাসূল

• যারা রাসূলের কথা মেনে চলে রাসূল তাদেরকে সুসংবাদ দেন..

নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের	আলিম ও হাফিজ হওয়ার	জান্নাতের	ধনী হবার

• রাসূলের আনীত আদর্শের নাম..

শারীয়া'হ	পীর মুরিদী	হযরত জী	মুল্লাকী

• দুনিয়ার প্রথম নবী

মুহাম্মাদ সাঃ	ইবরাহীম আঃ	ইলইয়াস আঃ	আদম আঃ

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

- রাসূল সাঃ মদীনাতে দশ বছর থেকেছেন। এ ১০ বছরেই ইসলামী শারীয়া'হ.....লাভ করেছে।
- ১০ বছরের মাদানী জীবনে মুহাম্মাদ সাঃ ছোট বড় প্রায় ৮৭টি.....পরিচালনা করেছেন।
- শেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর দুইটি নাম ছিল। মুহাম্মাদ ও .....
- রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজের মূলভিত্তি ছিল তাওহীদ আর আইনের উৎস ছিল.....ও.....
- আদম আঃ জীবিকা নির্বাহের জন্য ..... করেছেন
- শারীয়া'হ না মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তখন কোনো ইবাদাতই .....হয় না।
- রাসূলগণ আমাদের আদর্শ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের.....করতে হয়
- বিশ্বের প্রথম মানব সমাজের নেতা ছিলেন.....
- রাসূল সাঃর হাতে গড়া ইসলামী সমাজ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে .....ও..... সমাজ

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

যারা রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করে রাসূল তাদের ভাল হতে বলেন	সত্য	মিথ্যা
শারীয়া'হ না মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়	সত্য	মিথ্যা
আখেরী যামানায় মুসলমানদের একজন নেতা আসবেন। যাকে মাহদী বলা হয়েছে	সত্য	মিথ্যা
রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজে মুসলিম অমুসলিম কাউকেই তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত না	সত্য	মিথ্যা
রাসূল সাঃর হাতে গড়া সমাজে কারো উপর অবিচার বা জুলুম করা হত না	সত্য	মিথ্যা
রাসূল সাঃর সমাজে আইনের শাসন ছিল। কেউ অন্যায় করলে তার উপযুক্ত বিচার হত	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- নবী ও রাসূলগণকে মেনে চলা আমাদের উপর ফরজ না সুন্নত?.....
- বাস্তব জীবনে নবীর আদর্শ না মেনেও কেউ মুসলিম হতে পারে কি?.....
- নবী সাঃর হাতে গড়া ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ কখন ধ্বংস হয়েছে? .....
- আখেরী যামানায় একজন নেতা আবার নবীর আঃর আদর্শে সমাজ গড়বেন, তাকে কি বলা হয়? .....
- নবীর আদর্শের নাম কি? .....
- নবী সাঃ হাতে গড়া সমাজে কাকে অধিকার দেওয়া হত আর কাকে দেওয়া হত না? .....
- নবী সাঃ তার সময়ের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কার পক্ষে বিচার করতেন? মুসলিমের পক্ষে, না কাফিরের পক্ষে, না সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে? .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- রাসূল.....
- আদর্শ.....
- শারীয়া'হ .....
- সাম্য .....
- হাজ্জ .....
- উমরাহ.....
- খিলাফাহ .....
- সমাজ.....

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ
তাক্বদীরের উপর ঈমান

প্রশ্নঃ তাক্বদীর কী?

উত্তরঃ তাক্বদীর অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ করা। সৃষ্টির সূচনাতেই মহান প্রভু তাঁর সৃষ্টিকুলের জন্য সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। সৃষ্টিকুলের জন্য মহান আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণকে তাক্বদীর বলা হয়।

আমরা কখন কি করব, কি খাব, কখন অসুস্থ হব, কি ভাবে সুস্থ হব, কখন বিপদে পড়ব, কি ভাবে বিপদ মুক্ত হব, কখন কি ভাবে মারা যাব, কার চিরস্থায়ী নিবাস কোথায়? ইত্যাদি সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে লাউহে মাহফুজে। আর এটাই তাক্বদীর। মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে তাক্বদীরের উপর ঈমান আনতে হবে।

প্রশ্নঃ তাক্বদীরের উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

উত্তরঃ তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের মত অতি সুক্ষ বিষয় অনুধাবন করার মত জ্ঞান মানুষের নেই। তাই এ সম্পর্কে ক্বুরআন হাদীছের বক্তব্য যে ভাবে এসেছে ঠিক সে ভাবেই মানতে হবে। তাক্বদীর সম্পর্কিত বিষয়ে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না।

ভাল-মন্দ যা হয় সব আল্লাহ থেকে হয়। যা হয়েছে তা এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। আর যা হয়নি তা হওয়ার ছিল না। এটাই তাক্বদীরে বিশ্বাসের মূলকথা। তাক্বদীরকে বাংলাতে বলা হয় ভাগ্য।

প্রশ্নঃ মানুষ তার তাক্বদীর বদলাতে পারে কি?

উত্তরঃ না, মানুষ নিজের বা অন্য কারো তাক্বদীর বদলাতে পারে না। তাক্বদীরের নিয়ন্ত্রক শুধুই আল্লাহ।

প্রশ্নঃ প্রায়ই শোনা যায় অনেকে বলে থাকেনঃ অমুক তার ভাগ্য বদলে ফেলেছে। সে গরীব ছিল এখন ধনী হয়ে গেছে। এসব কথা বলা কি ঠিক?

উত্তরঃ না, এসব কথা মোটেই ঠিক নয়। আসলে বলা উচিত ছিল অমুক তার অবস্থা বা অবস্থান বদলে ফেলেছে। "কেউ তার ভাগ্য বদলে ফেলেছে" এমন কথা বলা বা বিশ্বাস করা অবস্থা ভেদে ঈমান বিনষ্টের কারণ হতে পারে, এতে মানুষের ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে কোনো মন্তব্য করার ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• সৃষ্টিকুলের জন্য মহান আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণকে বলা হয়..

গাইবের ইলম	দরবেশী	ঈমান	তাক্বদীর

• তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক ..

গোপন রহস্য	রাসূল	ফিরিস্তা	ওলীর নাম

• তাক্বদীর সম্পর্কিত বিষয়ে বুদ্ধি খাঁটিয়ে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা..

উচিত	আলিম উলামার কাজ	ওলী আউলিয়ার কাজ	ঠিক নয়

• "কেউ তার ভাগ্য বদলে ফেলেছে" এমন কথা বলা..

জ্ঞানীর আলামত	উচিত নয়	ঈমান বিনষ্টকারী	মিডিয়ার কাজ

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- তাক্বদীর অর্থ.....নির্ধারণ করা।
- সৃষ্টিকুলের জন্য মহান আল্লাহর..... পরিমাণকে তাক্বদীর বলা হয়।
- মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে তাক্বদীরের উপর..... আনতে হবে।
- তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক..... .....
- তাক্বদীরের মত অতি সুক্ষ বিষয় অনুধাবনের মত..... মানুষের নেই
- তাক্বদীর সম্পর্কিত বিষয়ে বুদ্ধি খাঁটিয়ে কোনো প্রকার..... ..... করা ঠিক হবে না
- ভাল-মন্দ যা হয় সব..... থেকে হয়।
- কেউ কারো তাক্বদীর..... পারে না।
- "কেউ তার ভাগ্য বদলে ফেলেছে" এমন কথা বলা বা বিশ্বাস করা..... .....

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য	সত্য	মিথ্যা
সৃষ্টিকুলের জন্য মহান আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণকে তাক্বদীর বলা হয়	সত্য	মিথ্যা
পরিশ্রমই ভাগ্য, মানুষ পরিশ্রম করে তার ভাগ্য বদলাতে পারে	সত্য	মিথ্যা
তাক্বদীরের নিয়ন্ত্রক শুধুই আল্লাহ	সত্য	মিথ্যা
ভাল-মন্দ যা হয় সব আল্লাহ থেকে হয়	সত্য	মিথ্যা
তাক্বদীর বিষয়ক আয়াত ও হাদীছকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ভাল ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করা উচিত	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- তাক্বদীর শব্দের অর্থ কি?.....
- তাক্বদীর কার গোপন রহস্য?.....
- "পরিশ্রমই ভাগ্য, মানুষ পরিশ্রম করে ভাগ্য বদলাতে পারে" একথা কি সত্য? .....
- ভাগ্য আসলে কি? .....
- ভাগ্য কে নিয়ন্ত্রণ করেন? .....
- সৃষ্টি কুলের ভাগ্য কোথায় লিখা আছে? .....
- "ভাগ্য মানুষের কলাপে লিখা থাকে" কথাটি কি সত্য? .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- তাক্বদীর.....
- রহস্য.....
- বিশ্লেষণ.....
- লাউহে .....
- মাহফূজ.....
- নিয়ন্ত্রণ.....
- নির্ধারণ.....

৭ম অনুচ্ছেদ
কিয়ামত পুনরুত্থান ও আখেরাতের উপর ঈমান

প্রশ্নঃ কিয়ামত, পুনরুত্থান ও আখেরাত কী?

উত্তরঃ মহান আল্লাহ তায়া'লা এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এ মহাবিশ্বের হায়াত নির্ধারিত। হায়াত শেষ হলে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, এটাই মহাপ্রলয় বা কিয়ামত। কিয়ামতের পর আবার সবাইকে জীবিত করা হবে আর পুনরায় এমন জীবিত করাকে-ই বলা হয় পুনরুত্থান। পুনরুত্থানের পর সকলের হিসাব হবে। যার নেকীর ওজন ভারী হবে তাকে জান্নাতে পাঠানো হবে। আর যার নেকীর ওজন কম হবে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে। মরণের পর থেকে যে অনন্ত জীবন শুরু হবে এর নাম আখেরাত, যাকে বাংলাতে বলা হয় পরকাল।

প্রশ্নঃ কিয়ামত কেন হবে?

উত্তরঃ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এক আল্লাহর ইবাদাত করা। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে ইবাদাতের এ দায়ভার দিয়েছেন শুধু মানব ও দানবের উপর। আল্লাহর ইবাদাতের পূর্বশর্ত হল ঈমান আর ঈমানের মূল শিক্ষা আনুগত্য। কিন্তু মানুষ ও জিন্ন যখন ঈমান হারা হয়ে অবাধ্য হয়ে যাবে; মহান আল্লাহ তখন গুস্বা হয়ে সব ধ্বংস করে দেবেন। আর এটাই কিয়ামত।

প্রশ্নঃ কিয়ামত কী ভাবে হবে?

উত্তরঃ মহান আল্লাহ একজন ফিরিস্তা ঠিক করে রেখেছেন, যে ফিরিস্তার নাম ইসরাফিল আঃ। ইসরাফিল আঃর হাতে আছে এক মহাশিঙ্গা। আসমান যমীন সবকিছু এ মহাশিঙ্গার মুখের সামনে। সময় হলে মহান আল্লাহ ইসরাফিলকে হুকুম করবেন।

আল্লাহর হুকুম পেয়ে ইসরাফিল শিঙ্গা ফুঁকবেন। বেজে উঠবে মহাপ্রলয়ের মহাশিঙ্গা। শিঙ্গার আওয়াজে মহাবিশ্ব থর্ থর্ কেঁপে উঠবে। আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র চূর্নবিচূর্ন হয়ে পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে। পাহাড়সমূহ ধূলিকণার মত উড়ে যাবে। সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এভাবেই হবে কিয়ামত আর কিয়ামতের পর পুনরুত্থান।

প্রশ্নঃ কখন কী ভাবে পুনরুত্থান হবে?

উত্তরঃ কিয়ামতের পর চল্লিশ (বছর) এভাবেই পড়ে থাকবে। তখন পাপিষ্ঠদের কবরের আযাবে বিরতি দেওয়া হবে। চল্লিশ (বছর) পর আবার শিঙ্গা ফুঁকা হবে। তখন সবকিছু নতুন করে গড়ে উঠবে। সবাই জীবিত হয়ে জেগে উঠবে। তখন এ পৃথিবীকে অন্যভাবে সাজানো হবে। তখনকার পৃথিবীতে নদীনালা সাগর পাহাড় গাছ লতাপাতা কিছুই থাকবে না। পৃথিবীটা হবে পুরামাটির মত শক্ত ও সমতল। এভাবেই হবে পুনরোত্থান। পুনরুত্থানের পর আল্লাহ খুব গুস্বা হবেন।

প্রশ্নঃ পুনরুত্থানের পর আল্লাহ কেন গুস্বা হবেন?

উত্তরঃ পুনরুত্থানের পর সবাই আল্লাহর সামনে দাড়াবে। তখন প্রতি হাজারে ৯৯৯ জনই হবে বদ ও খারাপ লোক। দুনিয়ার জীবনে যারা দম্ভ করেছে, অহংকার করেছে, আল্লাহর বদলে অন্যের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব মেনে চলেছে। তাই সঙ্গত কারণেই আল্লাহ তাদের প্রতি গুস্বা হবেন। মহান আল্লাহ তখন সাত আসমান ভাজ করে ডান হাতের মুঠোয় তুলে নেবেন। পৃথিবীকে তুলে নেবেন বাম হাতে। তারপর ঘোষণা করবেনঃ আমিই একক অধিপতি। দাম্ভিকরা আজ কোথায়?

প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর এ গুস্বা কি ভাবে থামবে?

উত্তরঃ এক পর্যায়ে মুহাম্মাদ সাঃ সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে কাঁদতে থাকবেন। আল্লাহর গুস্বা কমে আসবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ বলবেনঃ মাথা তুলো, বলো কি চাও? রাসূল সাঃ বিচারের জন্য সুফারিশ করবেন। রাসূল সাঃর এ সুফারিশের নাম শাফায়া'তে উ'জমা বা মহাশাফায়া'ত। এরপর বিচার শুরু হবে। আর এটাই হবে শেষ বিচার বা চুড়ান্ত বিচার।

প্রশ্নঃ শেষ বিচারে কে বিচার করবে এবং কী ভাবে?

উত্তরঃ শেষ বিচারে মহান আল্লাহ বিচার করবেন। বিচার করবেন মানব ও দানব জাতির। প্রতিটি মানুষ ও জিন্নের ব্যাপারে ফিরিস্তাগণ রিপোর্ট বই (আমল নামা) পেশ করবে। বই আকারে রিপোর্ট দেওয়া হবে। এতে আমাদের জীবনের সবকিছুর রেকর্ড থাকবে। বইটি কথা বলবে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের বিরোদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তখন সব প্রকাশ হয়ে যাবে। কিছুই গোপন থাকবে না বা গোপন করা সম্ভব হবে না। বিচারের আনুষ্ঠানিকতার পর মহান আল্লাহ রায় ঘোষণা করবেন। আর এ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• এ মহাবিশ্বের হায়াত..

অসীম	নির্ধারিত	নবীর দয়া	কোনো হায়াত নাই

• হায়াত শেষ হলে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে আর এটাকেই বলা হয়..

গোপন রহস্য	আখেরাত	পুনরুত্থান	কিয়ামত বা মহাপ্রলয়

• কিয়ামতের ৪০ বছর পর বিচারের জন্য সবাইকে জীবিত করা হবে আর এটাই হল..

পুনরুত্থান	জান্নাত	জাহান্নাম	মিজান

• পুনরুত্থানের পর বিচারের পালা, সকল মানব ও দানবের বিচার করবেন..

নবী সাঃ	পীর আউলিয়াগণ	প্রধান বিচার পতি	মহান আল্লাহ

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- এ মহাবিশ্বের হায়াত.....
- হায়াত শেষ হলে এমহাবিশ্ব.....হয়ে যাবে।
- কিয়ামতের.....বছর পর হবে পুনরুত্থান।
- পুনরুত্থানের পর মহান আল্লাহ ..... থাকবেন
- আল্লাহর গুস্বা থামাতে রাসূল সাঃ সিজদায় পড়ে.....থাকবেন।
- পুনরুত্থানের পর মহান আল্লাহ নিজেই মানুষ ও জিন্ন জাতির ..... করবেন।
- বিচারের আগে ফিরিস্তাগণ সকল মানুষ ও জিন্ন সম্পর্কে.....পেশ করবেন।
- পরকালের বিচারে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার বিরোদ্ধে.....দেবে।

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

জিবরাঈল আঃর হাতে রয়েছে এক মহাশিঙ্গা	সত্য	মিথ্যা
মহাশিঙ্গায় ফু দেওয়া হলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়বে	সত্য	মিথ্যা
কিয়ামতের ৪০ বছর পর হবে পুনরুত্থান	সত্য	মিথ্যা
পুনরুত্থানকালে পৃথিবীতে নদীনালা সাগর পাহাড় গাছ লতাপাতা কিছুই থাকবে না	সত্য	মিথ্যা
বিচারের আনুষ্ঠানিকতার পর মহান আল্লাহ রায় ঘোষণা করবেন	সত্য	মিথ্যা
ইসরাফিল আঃর হাতে আছে মহাশিঙ্গা	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- কিয়ামতয়ের সময় কোন ফিরিস্তা শিঙ্গা ফুকবেন?
  .....
- হাশরের মাঠে কে এক হাতে আসমান ও এক হাতে যমীন তুলে নেবেন?
  .....
- হাশরের মাঠে আল্লাহর গুস্বা থামাতে রাসূল সাঃ কি করবেন?
  .....
- হাশরের মাঠে কে মানুষ ও জিন্নদের রিপোর্ট পেশ করবে?
  .....

- পরকালে প্রতি হাজারে কতজন মানুষ জাহান্নামী হবে?
  .....

- "আমিই একক অধিপতি, দাম্ভিকরা আজ কথায়" হাশরের মাঠে কে এমন ঘোষণা দেবেন?
  .....

- হাশরের মাঠে আল্লাহ কোন হাতে পৃথিবী তুলে নেবেন?
  .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- কিয়ামত.....
- পুনরুত্থান.....
- বিচার.....
- রিপোর্ট বই.....
- ইসরাফীল.....
- শাফায়া'ত.....

৮ম অনুচ্ছেদ
জান্নাত পরিচিতি

প্রশ্নঃ জান্নাত কী?
উত্তরঃ জান্নাত আল্লাহর নিয়ামতে পরিপূর্ণ ভোগ বিলাসিতার স্থান। জান্নাত মানুষ ও জিন্ন জাতির চিরস্থায়ী আবাস।

প্রশ্নঃ জান্নাতে কী পাওয়া যাবে?
উত্তরঃ জান্নাতে থাকবে ফল ফুল ছায়াদার বৃক্ষসহ নানা ধরনের বাহারি বাগান। ছলছল করে বয়ে যাওয়া ঝর্ণা। থাকবে হীরা জহরত মনি মুক্তা ও স্বর্ন-রৌপ্য নির্মিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকা। জান্নাতে সেবার জন্য থাকবে চিরকুমার গিলমান ও চিরকুমারী সুন্দরী সোহাগী হুর।
জান্নাতে কোনো আইন থাকবে না, বিধান থাকবে না, করতে হবে না কোনো ইবাদত, মানতে হবে না কোনো বিধান।
জান্নাতে সকল মানুষ হবে টগবগে যুবক যুবতী, অপরূপ সুন্দর, দুনিয়ার ১০০ জন মানুষের সমান শক্তি ও সামর্থবান। যে শক্তি কখনো শেষ হবে না। যে যৌবন কখনো ক্ষয় হবে না। যে সুন্দর্য কখনো মলিন হবে না।
জান্নাতে কোনো দুঃখ থাকবে না, কষ্ট থাকবে না, রোগব্যাধি হবে না। জান্নাতে কেউ কখনো অসুস্থ হবে না, বুড়ো হবে না।

“খাও দাও ফূর্তি কর যা খুশী তাই কর” এটাই জান্নাতের নীতি। জান্নাতের খাদ্য কখনো শেষ হবে না, বাসি হবে না। জান্নাতে ফূর্তির অন্ত থাকবে না, সীমা থাকবে না, বাঁধা থাকবে না।

প্রশ্নঃ কোন ধরনের মানুষ জান্নাতে যাবে?
উত্তরঃ যে মুসলিম খাঁটি ঈমানের অধিকারী হবে, আল্লাহর সকল বিধান মেন নেবে এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলবে এবং এসব করবে শুধুই আল্লাহর জন্য, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে স্থান দেবেন। জান্নাতীরা অনন্তকাল জান্নাতে থাকবে। জান্নাতের সুখ হবে চিরস্থায়ী, চিরদিনের জন্য।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে জান্নাত দান কর এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

প্রশ্নঃ জান্নাত জাহান্নাম কোথায়?
উত্তরঃ জান্নাত আকাশের উপরে। আর জাহান্নাম; জান্নাতে যাবার পথে।

প্রশ্নঃ মানুষ কি ভাবে জান্নাতে যাবে?
উত্তরঃ জান্নাতে যাবার জন্য সবাইকে ব্যক্তিগত বাহন দেওয়া হবে। বাহনটি হবে নিজের ঈমান ও আমল অনুপাতে। তাই সকলের বাহন ও গতি সমান হবে না। জান্নাতে যাবার আগে সবাইকে আল-কাওছার পান করানো হবে এবং আল-হায়াতে গোসল করানো হবে।

প্রশ্নঃ আল-কাওছার কি?

উত্তরঃ আল-কাওছার জান্নাতের একটি নদী। হাশরের ময়দানেও এর প্রবাহ কুপ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। আল-কাওছারের পানি খুবই সুস্বাদু, মজাদার ও বরকতময়। এ পানি একবার পান করলে আর কখনো তৃষ্ণা লাগবে না।

প্রশ্নঃ আল-হায়াত কি?

উত্তরঃ আল-হায়াত জান্নাতের একটি নদী। জান্নাতে নেওয়ার আগে সবাইকে এখানে গোসল করানো হবে।

প্রশ্নঃ জান্নাতে নেওয়ার আগে কেন আল-হায়াতে গোসল করানো হবে?

উত্তরঃ আমাদের এ শরীর জান্নাতের উপযুক্ত নয়। তাই জান্নাতে যাবার আগে একে জান্নাতের উপযুক্ত করে গঠন করতে হবে। আর এরই প্রক্রিয়া হিসেবে আল-হায়াতে গোসল করানো হবে।

প্রশ্নঃ আল-হায়াতে গোসল করলে কি হবে?

উত্তরঃ আল-হায়াতে গোসল করার সাথে সাথে মানুষ অতি সুন্দর, সুঠামদেহী ফুটফুটে যুবক যুবতী। মন হয়ে যাবে হিংসা বিদ্বেষ রাগ গুস্বাসহ যাবতীয় বদ স্বভাব মুক্ত। রক্তের প্রবাহ, অস্থি মজ্জাসহ পরিপাক যন্ত্রের কার্যক্রম বদলে যাবে। পেশাব পায়খানাসহ ময়লা আবর্জনার সকল পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবেই মানুষ জান্নাতের উপযুগী হয়ে গড়ে উঠবে।

প্রশ্নঃ জান্নাত কত বড়?

উত্তরঃ জান্নাত অনেক অনেক বড়। সবচেয়ে ছোট জান্নাত দশটি দুনিয়ার সমান।

প্রশ্নঃ এতো বড় জান্নাতে মানুষ একা কি ভাবে থাকবে?

উত্তরঃ জান্নাতে মানুষ একা থাকবে না। প্রতিটি মানুষ হবে এ বিশাল জান্নাতের মালিক ও বাদশা। তার সেবায় নিয়জিত থাকবে অনেক হু'র ও গিলমান।

প্রশ্নঃ হু'র ও গি'লমান কি?

উত্তরঃ জান্নাতী ব্যক্তির সেবায় নিয়জিত থাকবে অতি সুন্দরী সোহাগী ও মমতাময়ী চির কিশোরীগণ। এ কিশোরীদের হু'র বলা হয়।

জান্নাতীদের সেবায় নিয়জিত থাকবে সুন্দর ফুটফুটে অনুগত ও চঞ্চল চির কিশোরগণ। এদেরকে গি'লমান বলা হয়। মানুষ হু'র ও গি'লমান নিয়ে মজা করে জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে।

প্রশ্নঃ এতো বড় জান্নাতে মানুষ কি করে ঘুরবে?

উত্তরঃ জান্নাতের বাহন হবে কল্পনা। মানুষ কল্পনা করতেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। এভাবেই মানুষ মজা করে ঘুরে বেড়াবে, ফল ফুল আহরণ করবে। এমনকি অন্য জান্নাতে গিয়েও বেড়াতে পারবে।

প্রশ্নঃ জান্নাতের ফল ফুল মানুষ কি ভাবে আহরণ করবে?

উত্তরঃ জান্নাতের ফল ফুলসহ সবকিছুই হবে অনুভূতিশীল এবং সকল কিছুকে মানুষের অনুভূতির সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে। তাই মানুষ যখন যে ফল ফুল বা খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করবে সঙ্গে সঙ্গে এটা এসে হাজির হবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• আল্লাহর নিয়ামতে পরিপূর্ণ স্থান এবং মানুষ ও জিন্ন জাতির চিরস্থায়ী আবাস হচ্ছে..

দুনিয়া	ইউরোপ	জান্নাত	সৌদি আরব

• "খাও দাও ফূর্তি কর যা খুশী তাই কর" এ নীতি হচ্ছে.

আমেরিকার	লন্ডনের	জাহান্নামের	জান্নাতের

• জান্নাতের বাহন হবে

জেট বিমান	আধুনিক রকেট	কল্পনা	মটর সাইকেল

• সবচেয়ে ছোট জান্নাত কয়টি দুনিয়ার সমান হবে..?

৭টি	১০০টি	৩টি	১০টি

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- জান্নাতে নেওয়ার আগে সবাইকে.....গোসল করানো হবে।
- জান্নাতে নেওয়ার আগে সবাইকে.....এর পানি পান করানো হবে।
- জান্নাতে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে .....ও গিলমান।
- জান্নাতে কোনো জাগায় যাবার ইচ্ছা করলেই সেখানে.....যাবে।
- জান্নাতের ফল ফুল খাদ্য ইত্যাদি হবে.....
- মানুষ চাইলেই জান্নাতের ফল ফুল বা খাদ্য তার কাছে চলে.....
- আল-হায়াত জান্নাতের একটি.....
- জান্নাতে যাবার জন্য সবাইকে ব্যক্তি গত.....দেয়া হবে ।
- অপরূপ সুন্দরী সোহাগী চির কিশোরী জান্নাতী বালিকাদের বলা হয়.....
- অপরূপ সুন্দর ফুটফুটে চঞ্চল জান্নাতী কিশোরদের বলা হয় .....

সত্য মিথ্যা নির্নয় কর

জান্নাত আল্লাহর নিয়ামতে পরি পূর্ন স্থান	সত্য	মিথ্যা
জান্নাতে মানুষ ইচ্ছামত নামায পড়বে, তিলায়াত করবে, খাবে আর ঘুমাবে	সত্য	মিথ্যা
জান্নাতে মদ খেতে পারবে না, পাপ করতে পারবে না	সত্য	মিথ্যা
জান্নাতের নদীর নাম আল-হামীম	সত্য	মিথ্যা
জান্নাতের কিশোরদের হূর বলা হয়	সত্য	মিথ্যা
জান্নাতের কিশোরী গনকে বলা হয় গিলমান	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- জান্নাতে যাওয়ার আগে মানুষকে যে পানি পান করানো হবে এর নাম কি? .....
- জান্নাতে নেওয়ার আগে যে পানি দিয়ে গোসল করানো হবে এর নাম কি? .....
- জান্নাতের বাহনের নাম কি? .....
- সবচেয়ে ছোট জান্নাত কয়টি দুনিয়ার সমান? .....
- জান্নাতের সেবক কিশোরদেরকে কি বলা হয়? .....
- জান্নাতের সেবিকা কিশোরীদেরকে কি বলা হয়? .....
- জান্নাতের কোনো আইন মানতে হবে কি? .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- আল-হায়াত.....
- আল-কাওছার.....
- কল্পনা.....
- ফুর্তি.....
- ইবাদাত.....
- হূর.....
- গিলমান.....

৯ম অনুচ্ছেদ
জাহান্নাম পরিচিতি

প্রশ্নঃ জাহান্নাম কী?

উত্তরঃ জাহান্নাম আল্লাহর আযাব গজবের স্থান। পাপীষ্ঠদের মাথার চুল ও পায়ের নলা ধরে উপুড় করে জাহান্নামে ফেলা হবে। বাঁধা হবে ৭০গজ জিঞ্জির দিয়ে। ফিরিস্তাগণ লোহার মুগুড় দিয়ে জাহান্নামীকে মারতে থাকবে। মুগুড়ের আঘাতে দেহ থেতলে যাবে। আবার ঠিক করা হবে। আবার মারবে..।

জাহান্নামে নিয়োজিত থাকবে বিশাল আকৃতির বিষধর সাপ। যে সাপ থুথু ফেললে বিষক্রিয়ায় দুনিয়ার সব গাছপালা মরে যেত। সাপ কামড়াতে থাকবে। আবার বিষ নামানো হবে। আবার কামড়াবে..।

এভাবে চলতেই থাকবে। জাহান্নামীরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করবে। তাদের খেতে দেওয়া হবে যাক্কুম। যাক্কুম এক প্রকার বিষাক্ত অগ্নিফল। যার দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যাক্কুমের চতুর্দিকে থাকবে বিষাক্ত ধারালো কাঁটা।

জাহান্নামীরা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পানি চাইবে। তখন তাদেরকে হা'মীম (উত্তপ্ত লাভা) দেওয়া হবে। হা'মীম এত গরম হবে যে, এর উত্তাপে মুখের চামড়া গলে যাবে। হা'মীম পান করলে ভিতরের সব গলে বেরিয়ে আসবে। আবার ঠিক করে দেয়া হবে। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নামীরা ঠান্ডা চাইবে। তখন খুব ঠান্ডা জায়গায় তাদের নেওয়া হবে। ঠান্ডায় তারা জমে যাবে। এভাবে আরো কত আযাব দেওয়া হবে। ফাসিক শ্রেণীর মুসলিম ছাড়া বাকি জাহান্নামীরা অন্ততকাল জাহান্নামে থাকবে। এ জীবন আর শেষ হবে না। দেওয়া হবে না অবকাশ, কমানো হবে না আযাব।

প্রশ্নঃ জাহান্নামীদের কী ভাবে জাহান্নামে নেয়া হবে?

উত্তরঃ জাহান্নামীদের টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে এবং কপালের চুল ও পায়ের নলা ধরে উপুড় করে আগুনে ফেলা হবে। জাহান্নামে নিক্ষেপের আগে তাদেরকে আগুনের পোশাক পড়ানো হবে, তাদের মাথার উপর হা'মীম ঢেলে দেওয়া হবে এবং আল-হা'মীম পান করতে বাধ্য করা হবে। জাহান্নামীরা ক্ষুদার্থ হয়ে খানা চাইলে তাদের যাক্কুম খাবানো হবে।

প্রশ্নঃ আল-হা'মীম কী?

উত্তরঃ আল-হা'মীম জাহান্নামের একটি নদী। রক্ত পুঁজ ও গরম পানি মিশ্রিত লাভা জাহান্নামের সামন দিয়ে প্রবাহিত হবে। এর দুর্গন্ধ চার দিকে ছড়িয়ে পরবে। জাহান্নামে নেওয়ার আগে তাদের মাথার উপর হা'মীম ঢেলে দেয়া হবে এবং এটা পান করতে তাদেরকে বাধ্য করা হবে।

প্রশ্নঃ যাক্কুম কী?

উত্তরঃ যাক্কুম জাহান্নামের অগ্নিফল। ফলটির চারদিকে বিষাক্ত ধারালো কাটা থাকবে। এর দুর্গন্ধ চার দিকে ছড়িয়ে পরবে। জাহান্নামীরা ক্ষুদার্থ হলে তাদেরকে যাক্কুম খাবানো হবে। যাক্কুমের তেজস্ক্রিয়তায় তাদের নাড়িভূড়ি উতলে উঠবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• পাপীষ্ঠদের মাথার চুল ও পায়ের নলা ধরে উপুড় করে ফেলা হবে..

কিয়ামতে	পুল সীরাতে	জাহান্নামে	হাশরে

• জাহান্নামের সাপ থুথু ফেললে বিষক্রিয়ায় দুনিয়ার সব গাছপালা..

হলুদ হয়ে যেত	কালো হয়ে যেত	নীল হয়ে যেত	মরে যেত

• যাক্কুম এক প্রকার বিষাক্ত..

সাপ	বিচ্ছু	সবজি	অগ্নি ফল

• আল-হা'মীম জাহান্নামের একটি..

ফল	গর্ত	গোহা	নদী

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- ফিরিস্তাগণ লোহার মুগুড় দিয়ে……কে মারতে থাকবে
- জাহান্নামে নিয়োজিত থাকবে বিশাল আকৃতির……সাপ
- জাহান্নামীরা ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে খাবার চাইলে তাদের দেয়া হবে……
- যাক্কুমের চতুর্দিকে থাকবে বিষাক্ত ধারালো……
- জাহান্নামে নিক্ষেপের আগে তাদের …… পোশাক পরানো হবে
- জাহান্নামে নেয়ার আগে তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া……
- আল-হামীম জাহান্নামের একটি…… নাম

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর..

জাহান্নাম আযাব গজবের স্থান	সত্য	মিথ্যা
পাপীষ্ঠদের লাথি মেরে মেরে জাহান্নামে ফেলা হবে	সত্য	মিথ্যা
যাক্কুম এক প্রকার বিষাক্ত অগ্নিফল	সত্য	মিথ্যা
যাক্কুমের তেজস্ক্রিয়তায় তাদের নাড়িভূড়ি উতলে উঠবে	সত্য	মিথ্যা
রক্ত পুঁজ ও গরম পানি মিশ্রিত লাভার নাম আল-হামীম	সত্য	মিথ্যা
জাহান্নামে নেওয়ার আগে তাদের মাথার উপর হা'মীম ঢেলে দেয়া হবে	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- আল্লাহর আযাব গজবের স্থানের নাম কী?
  .....
- জাহান্নামীদের লোহার হাতুড়ী দিয়ে কে পিঠাবে?
  .....
- জাহান্নামের সাপ দুনিয়ায় থুথু ফেললে কি হত?
  .....
- জাহান্নামীদের কেমন পোশাক পরানো হবে?
  .....
- জাহান্নামীদের মাথার উপর কি ঢেলে দেয়া হবে?
  .....
- জাহান্নামের অগ্নি ফলের নাম কি?
  .....
- জাহান্নামীরা কতদিন জাহান্নামে থাকবে?
  .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- জাহান্নাম.....
- সাপ.....
- হাতুড়ী.....
- যাক্কুম.....
- অগ্নিফল.....
- আল-হামীম.....
- মাথা.....
- পোশাক.....

১০ম অনুচ্ছেদ
কিয়ামত

প্রশ্নঃ কিয়ামত কী?

উত্তরঃ এমন এক সময় ছিল যখন কিছুই ছিল না। ছিলেন শুধু আল্লাহ্ তায়া'লা। মহান আল্লাহ্ দয়া পরশ হয়ে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন মানুষ ও জিন্ন জাতির জন্য। আর মানুষ ও জিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য।

মানুষ ও জিন্ন জাতি যখন আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দেবে মহান আল্লাহ্ তখন সব ধ্বং করে দেবেন। এ মহাপ্রলয় বা সর্বগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞকে বলা হয় কিয়ামত।

প্রশ্নঃ কিয়ামত কখন হবে?

উত্তরঃ কিয়ামত ঠিক কখন হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে রাসূল সাঃ কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করেছেন, যা দেখে মানুষ বুঝতে পারবে কিয়ামত অতি নিকটে।

প্রশ্নঃ কিয়ামতের আলামতগুলো কি কি?

উত্তরঃ কিয়ামতের আলামতসমূহ আসলে দুই ধরনের। ছোট আমালত ও বড় আলামত।

প্রশ্নঃ কিয়ামতের ছোট আলামত কি কি?

উত্তরঃ কিয়ামতের ছোট আলামত অনেক। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল..

- নাচ, গান, মদ্যপান ও পাপাচার বেড়ে যাওয়া
- নায়ক/নায়িকা ও গায়ক/গায়িকারা সমাজে খ্যাতিমান হওয়া
- মসজিদে উচ্ছবাক্য তথা ঝগড়াঝাটি হতে থাকা
- মন্দ লোকেরা সমাজের নেতা হওয়া
- বাবা-মার অধিকার উপেক্ষিত হওয়া
- পুরুষলোক স্ত্রীলোকের আনুগত্য করা
- দ্বীনি জ্ঞান ও দ্বীনি বিষয়াদির গুরুত্ব কমে যাওয়া
- দুনিয়ার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা বেড়ে যাওয়া
- আমানত ও বিশ্বস্থতা কমে যাওয়া
- মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়া। ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ কিয়ামতের বড় আলামত কি কি?

উত্তরঃ কিয়ামতের বড় আলামত অনেক। নিম্নে কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করা হল..

- ভূমিকম্প ভূমিধ্বসসহ আল্লাহর আযাব গজব বেড়ে যাওয়া। (কিন্তু মানুষ এটাকে আযাব মনে না করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনে করবে। ফলে তাওবাহ না করে অন্য পথ ধরবে।)

- যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়া।
- হত্যা ও অস্বাভাবিক মৃত্যু বেড়ে যাওয়া।
- ইরাক, শাম ও মিশরের বিরুদ্ধে অবরোধ আরুপ
- ইরাক যুদ্ধ ও শামের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ
- আরবে একজন বীর মুজাহিদের আবির্ভাব। যিনি খিলাফাহ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। দীর্ঘ ছয় বছর যুদ্ধ করে বিশ্বব্যাপী কায়েম করবেন ইসলামী খিলাফাহ। হাদীছে তাকে খালীফাহ মাহদী নামে অভিহিত করা হয়েছে।
- দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।
- ঈসা আঃর অবতরণ ও দাজ্জালকে হত্যা।
- মাটির নীচ থেকে সোনা রূপার পাহাড় বেরিয়ে আসা।
- ইয়াজুজ মাজুজের অভিযান।
- কা'বাহ ঘর ভেঙ্গে ফেলা।
- পশ্চিম থেকে সূর্য উদয়। চন্দ্র ও সূর্য একত্রিত হয়ে পশ্চিম থেকে উদয় হবে। এমন অবস্থা দেখে সব মানুষ ঈমানদার বনে যাবে। তাওবাহ করে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু তখন কারো নতুন ঈমান বা তাওবাহ কবুল করা হবে না।
- বিশ্বব্যাপী বয়ে যাওয়া সুনামী।
- ইয়ামনের সমুদ্র নগরী আ'দন থেকে আগুন বের হয়ে মানুষকে শামদেশে নিয়ে জমা করবে এবং সেখানেই সবাই ধ্বংস হবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• কিয়ামত কখন হবে এটা কেউ জানে না..

ওলী আউলিয়া ছাড়া	পীর ফকির ছাড়া	নবী রাসূল ছাড়া	আল্লাহ ছাড়া

• কিয়ামতের আলামত আসলে দুই ধরনের

লিখিত ও মুখস্ত	কালো ও সাদা	বড় ও ছোট	কুরআন ও হাদীছ

• কিয়ামতের বড় আলামত হল..

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ	ঈসা আঃর আগমন	ইয়াজুজ মাজুজের অভিযান	এ সবকটি

• কিয়ামতের আগে আরবে এক বীর মুজাহিদের আবির্ভাব হবে যিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন..

বিরাট রাজনৈতিক দল	বিরাট খানকা	বিরাট মাদরাসাহ	খিলাফাহ

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- কিয়ামত ঠিক কখন হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ.....
- রাসূল সাঃ কিয়ামতের কিছু.....বর্ণনা করেছেন।
- কিয়ামতের আলামত দুই ধরনের ..... ও .....
- পশ্চিম থেকে সূর্য উদয় কিয়ামতের একটি..... আলামত
- কিয়ামতের আগে ইয়ামানের বন্দর নগর.....থেকে আগুন বের হবে
- খালীফাহ মাহদী দীর্ঘ..... বছর যুদ্ধ করবেন।
- কিয়ামতের আগে দ্বীনি জ্ঞান ও দ্বীনি বিষয়াদির.....কমে যাবে।
- কিয়ামতের আগে নাচ গান, বাদ্যযন্ত্র ও মদ পান.....যাবে।
- কিয়ামতের একটি আলামত হল পুরুষলোক স্ত্রীলোকের ..... করবে।
- কিয়ামতের একটি আমানত হল ..... লোকেরা সমাজের নেতা হবে

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

কিয়ামতের একটি আলামত হল সৎ লোকেরা সমাজের নেতা হবে	সত্য	মিথ্যা
মাহদী এসে জাতির মুক্তির জন্য খতম পড়বেন	সত্য	মিথ্যা
মাহদী এসে ইসলামী দল গঠন করে নির্বাচন করবেন	সত্য	মিথ্যা
মাহদী এসে বড় বড় মাহফিল করে ওয়াজ করবেন	সত্য	মিথ্যা
মাহদী এসে ছয় বছর যুদ্ধ করে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ কায়েম করবেন	সত্য	মিথ্যা
কিয়ামতের আগে পশ্চিম থেকে সূর্য উদয় হবে	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- মসজিদে ঝগড়া ঝাটি কিসের আলামত?.....
- মন্দ লোক সমাজের নেতা হওয়া কিসের আলামত?**.....**
- নায়িকা গায়িকারা সমাজে সম্মানিত হওয়া কিসের আলামত? .....
- কখন দ্বীনি জ্ঞান গুরুত্বহীন হয়ে যাবে? .....
- মাহদী এসে কি করবেন? .....
- মুসলিম জাতিকে বিপদ মুক্ত করতে মাহদী কি করবেন? .....
- কিয়ামতের আগে ইয়ামানের কোন শহর থেকে আগুন বের হবে? .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- নায়িকা.....
- দাজ্জাল.....
- ঈসা আঃ.....
- মাহদী.....
- ঝগড়া.....
- খিলাফাহ.....
- যুদ্ধ.....
- সূর্য.....

১১শ অনুচ্ছেদ

তাওহীদ

প্রশ্নঃ ঈমান আনার পর কি করতে হয়?

উত্তরঃ ঈমান আনার পর তাওহীদ ভিত্তিক জীবন যাপন করতে হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদের শিক্ষা মেনে চলতে হয়।

প্রশ্নঃ তাওহীদ কী?

উত্তরঃ তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ এক। আল্লাহর জাতিসত্ত্বা এবং গুনাগুণসহ সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কোনো কিছুতেই আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক নেই। আল্লাহর একত্ববাদের এ নীতির নাম তাওহীদ। মুসলিম হতে হলে তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে হয় এবং তাওহীদের বাণী পাঠ করতে হয়।

প্রশ্নঃ তাওহীদের বাণী কি?

উত্তরঃ তাওহীদের বাণী হচ্ছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া) মানে সকল প্রকার তাগুত্বকে বর্জন করে এক আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে চলা।

প্রশ্নঃ তাওহিদের শিক্ষা কি?

উত্তরঃ তাওহীদের শিক্ষা হলঃ মনগড়া ও মানবরচিত সকল কিছু বর্জন করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে এক আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা এবং রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হওয়া। যেমন হয়ে ছিলেন রাসূলের সাহাবাগণ।

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি তাওহীদ মেনে চলে তাকে কি বলে?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি তাওহীদ মেনে চলে তাকে বলা হয় মুয়া'হহিদ (একত্ববাদী) আর যে তাওহীদ মেনে চলে না সে মুশরিক। মুশরিক চির জাহান্নামী। মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• তাওহীদ অর্থ..

বিশ্বাস	সুন্নত	একত্ববাদ	মযহব

• সকল প্রকার তাগুত্বকে বর্জন করে এক আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে চলাই..

হুজুরদের কাজ	পীর মুরিদী	দরবেশী	তাওহীদের মূল শিক্ষা

• যে ব্যক্তি তাওহীদ মেনে চলে না সে..

মুসলিম	আম জনতা	প্রগতীবাদী	মুশরিক

• মুশরিক চির..

উন্নত শির	সঙ্গী	জাহান্নামী	কুমার

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- ঈমান আনার পর.....ভিত্তিক জীবন যাপন করতে হয়।
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদের শিক্ষা মেনে চলা.....এর কাজ।
- আল্লাহর একত্ববাদের নীতির নাম.....
- "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মানে সকল ত্বাগূতকে বর্জন করে এক .....কে ইলাহ হিসেবে মেনে চলা।
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা ..... শিক্ষা।
- যে তাওহীদ মানে না সে.....
- মুশরিক আল্লাহর.....থেকে বঞ্চিত।
- মুশরিক চির.....

সত্য মিথ্যা নির্নয় কর

তাওহীদ অর্থ মুসলিম	সত্য	মিথ্যা
তাওহীদ ভিত্তিক জীবন যাপন শুধু হুজুরদের কাজ	সত্য	মিথ্যা
ত্বাগূত্ব বর্জন না করলে তাওহীদের দাবী মূল্যহীন	সত্য	মিথ্যা
রাসূল সাঃ আমাদের জীবনের আদর্শ	সত্য	মিথ্যা
তাওহীদের শিক্ষা হল জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা	সত্য	মিথ্যা
তাওহীদ না মানলে মানুষ মুসলিম হয়	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- তাওহীদ বলতে কি বুঝ?
  .....
- আল্লাহর একত্ববাদের নীতির নাম কি?
  .....
- আল্লাহর সমান বা সমকক্ষ আছে কি?
  .....
- যে ব্যক্তি তাওহীদ মানে না তাকে কি বলা হয়?
  .....
- মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষমা পাবে কি?
  .....
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলা কিসের শিক্ষা?
  .....
- "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কোন অদর্শের মূল বাণী?
  .....

নীচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি কর :

- তাওহীদ.....
- শিরক.....
- মুশরিক.....
- একত্ববাদ.....
- শিক্ষা.....
- সার্বভৌমত্ব.....
- প্রভূত্ব.....
- সমকক্ষ.....

৩য় অধ্যায়

ক্বুরআন ও সুন্নাহ

ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ক্বুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং ক্বুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। বুঝার সুবিধার্থে এ অধ্যায়টিকেও আমরা ৩টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি।

১ম অনুচ্ছেদ

কুরআন পরিচিতি

প্রশ্নঃ ক্বুরআন কী?
উত্তরঃ ক্বুরআন আল্লাহর কালাম। ক্বুরআন সংরক্ষিত আছে সপ্ত আকাশের উপর লাউহে লাহফুজে।

প্রশ্নঃ ক্বুরআন দুনিয়ায় কি করে এলো?
উত্তরঃ ফিরিস্তা জিবরাঈল আঃ এসে ক্বুরআনের আয়াত ও সূরাহ মুহাম্মাদ সাঃকে বলে যেতেন তখন মুহাম্মাদ সা. এগুলো মুখস্ত করতেন এবং লেখকদের ডেকে লিখিয়ে রাখতেন। এভাবেই ক্বুরআন দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে। ক্বুরআনের অবতরণকে বলা হয় নাযিল হওয়া।

প্রশ্নঃ ক্বুরআন কখন নাযিল হয়েছে এবং কতদিনে?
উত্তরঃ ৬১০ ঈসায়ী সনে মুহাম্মাদ সাঃর উপর ক্বুরআন নাযিল শুরু হয়। এবং দীর্ঘ তেইশ বছরে সমাপ্ত হয়।

প্রশ্নঃ যখন প্রথম ক্বুরআন নাযিল শুরু হয় রাসূল সাঃ তখন কোথায় ছিলেন?
উত্তরঃ মুহাম্মাদ সাঃ তখন মক্কার নিকটে একটি পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছিলেন। ওখানেই ক্বুরআন নাযিল শুরু হয়।

প্রশ্নঃ যে পাহাড়ের গুহায় ক্বুরআন নাযিল শুরু হয়েছে এর নাম কি?
উত্তরঃ পাহাড়ের নাম "জাবাল নূর" আর গুহার নাম "হিরা গুহা" (গারে হেরা)

প্রশ্নঃ ক্বুরআনে কী আছে?
উত্তরঃ ক্বুরআনে আছে..

- মানব সভ্যতার ইতিহাস।
- সৎ, সুন্দর ও স্বচ্ছ জীবন যাপনে উৎসাহিত করে উপদেশবাণী।
- আল্লাহর ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি।

- বিচার ও শাসনের জন্য আইন ও বিধান।
- আছে আল্লাহর নিয়ামত ও আযাবের কথা।
- মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের মৌলিক নীতিমালা।
- আছে বিজ্ঞান প্রযুক্তিসহ উন্নতির দিকনির্দেশনা। এ ছাড়া আরো কতকিছু।

প্রশ্নঃ ক্বুরআন কেন নাযিল করা হয়েছে?

উত্তরঃ অনেক মহৎ উদ্দেশ্যে ক্বুরআন নাযিল হয়েছে। এর কয়েকটি হল..

- মানুষকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেওয়া।
- যারা ক্বুরআন মেনে জীবন যাপক করবে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া।
- যারা ক্বুরআনের বিধান মানবে না তাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সাবধান করা।
- সৎ, সুন্দর ও স্বচ্ছ জীবন যাপনে মানুষকে উৎসাহিত করা।
- পাপ ও পাপময় পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা।
- সুখ ও শান্তিময় নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলা।
- সমাজে শান্তি সৃংখলা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা।
- মুর্তি সংস্কৃতি ও মুর্তিপ্রীতিসহ যাবতীয় শিরক থেকে মানুষকে মুক্ত করা।
- জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কায়েম করা।
- জুলুম ও অবিচার দূর করে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ

✓ (হে নবী) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথার্থ কিতাব, যেন বিচার ও শাসন কর আল্লাহর বাতানো পথে। অপরাধীর পক্ষে ওকালতি করো না। (৪ নিসাঃ ১০৫)

✓ বিচার ও শাসন কর আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে। মনগড়া কোনো কিছু মেনে নিও না। (৫ মাইদাহঃ ৪৯)

এক কথায় মানুষ বাস্তব জীবনে ক্বুরআন মেনে চলবে, মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জীবনের সবকিছু পরিচালিত হবে ক্বুরআনের বিধান মেনে। মহান আল্লাহ একজন্যই ক্বুরআন নাযিল করেছেন।

প্রশ্নঃ বাস্তব জীবনে ক্বুরআন না মানলে কী হয়?

উত্তরঃ বাস্তব জীবনে ক্বুরআন মেনে না চললে মানুষের ঈমান নষ্ট ও বরবাদ হয়ে যায়। ফলে ইবাদত বন্দেগী কিছুই কবুল হয় না। তারা হয়ে যায় চির জাহান্নামী, কাফির বা মুনাফিক। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

- ✓ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির। (৫ মা-ইদাহঃ ৪৪)
- ✓ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা জালিম (মুশরিক) (মা-ইদাহঃ ৪৫)
- ✓ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা ফাসিক। (৫ মা-ইদাহঃ ৭)

প্রশ্নঃ যারা ক্বুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না, তাদের কি হবে?

উত্তরঃ যারা ক্বুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না তারা মুঅমিন নয়। মুঅমিন হতে হলে ক্বুরআনকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হয়। ক্বুরআনের সামান্য কিছু না মানলেও মুঅমিন হওয়া যায় না। আল্লাহ তায়া'লা বলেন..

- ✓ ..তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মানো আর কিছু মানো না। তোমাদের যারা এমন করবে তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে (বাক্বারাহঃ ৮৫)

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত কর

• ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কি করতে হবে?

মাদরাসায় পড়তে হবে	ওয়াজ শোনতে হবে	কুরআন হাদীছ পড়তে হবে	বই পড়তে হবে

• ক্বুরআন সংরক্ষিত আছে সপ্ত আকাশের উপর..

জান্নাতে	সিদরাতু-ল-মুনতাহায়	আরশে আজীমে	লাউহে মাহফূজে

• মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের মৌলিক নীতিমালা আছে..

সংবিধানে	জাতি সঙ্ঘে	হানাফী মযহবে	কুরআনে

• বাস্তব জীবনে ক্বুরআন মেনে না চললে মানুষের ঈমান..

সমান থাকে	মজবুত হয়ে যায়	নষ্ট হয়ে যায়	কিছুই হয় না

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- যারা কুরআনের কিছু মানে আর কিছু মানে না তারা.....নয়।
- মুঅমিন হতে হলে কুরআনকে.....ভাবে মানতে হয়।
- যারা আল্লাহর বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা.....

- কুরআনের সামান্য কিছু না মানলেও..... হওয়া যায় না।
- যে পাহাড়ে কুরআন নাযিল হয়েছে এর নাম .....
- কুরআন দীর্ঘ..... বছরে নাযিল হয়েছে।
- কুরআন অবতরণকে বলা হয়.....হওয়া।
- কুরআন আল্লাহর.....
- কুরআন সংরক্ষিত আছে সপ্ত আকাশের উপর ..... মাহফূজে।
- ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে .... পড়তে হবে।

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

মুহাম্মাদ সাঃর কাছে কুরআন নিয়ে এসেছেন মিকাঈল আঃ	সত্য	মিথ্যা
কুরআন নাযিলের সময় রাসূল সাঃ ছিলেন মদীনাতে	সত্য	মিথ্যা
কুরআন নাযিল হয়েছে যেন হুজুরগণ খতম পড়েন	সত্য	মিথ্যা
ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন হাদীছ পড়তে হয়	সত্য	মিথ্যা
যারা কুরআনের বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা মুসলিম	সত্য	মিথ্যা
কুরআন সংরক্ষিত আছে লাউহে মাহফূজে	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- কুরআন কি?.....
- কোন ফিরিস্তা কুরআন নিয়ে এসে ছিলেন?.....
- কুরআন নাযিলের সময় রাসূল সাঃ কোন পাহাড়ে ছিলেন? .....
- কুরআনের একটিমাত্র আয়াত বা একটিমাত্র বিধান না মানলে ঈমান থাকবে কি? .....
- যারা কুরআনের বিধান মত বিচার ও শাসন করে না তারা কি? .....
- কুরআন কোথায় সংরক্ষিত আছে? .....

২য় অনুচ্ছেদ
সুন্নাহ ও হাদীছ পরিচিতি

প্রশ্নঃ সুন্নাহ কি?

উত্তরঃ সুন্নাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ রীতিনীতি ও আদর্শ। তবে পরিভাষাগত ভাবে সুন্নাহ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন..

- ফিক্বহী পরিভাষায় সুন্নাহ বলা "এমনসব ঐচ্ছিক ইবাদাতকে যেগুলো রাসূল সা. নিজে করেছেন অথবা সাহাবাদেরকে করতে দেখে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন"।
- শারীয়া'হ পরিভাষায় "রাসূল সা.র নীতি ও আদর্শকে সুন্নাহ বলা হয়"।

প্রশ্নঃ সুন্নাহ আমরা কোথা থেকে শিখব?

উত্তরঃ সুন্নাহ আমরা হাদীছ থেকে জানতে পারব।

প্রশ্নঃ হাদীছ কী?

উত্তরঃ রাসূল সাঃর বাণী, কাজকর্ম, গুণাগুণ ও সমর্থনকে হাদীছ বলা হয়।

প্রশ্নঃ হাদীছ আমরা কোথায় পাব?

উত্তরঃ হাদীছের অনেক কিতাব রয়েছে। এসব কিতাব থেকে আমরা হাদীছ সংগ্রহ করে থাকি।

প্রশ্নঃ হাদীছের কিতাব কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ হাদীছের কিতাব অনেক। এর মধ্যে ৬টি কিতাব অতি প্রসিদ্ধ। যেগুলোকে একত্রে বলা হয় "কুতুব সিত্তাহ"। (মানে হাদীছের ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাব। আমাদের বাংলাদেশে এটা "সিহাহ সিত্তাহ" নামে খ্যাত।)

প্রশ্নঃ "কুতুব সিত্তাহ" বলে কোন কোন কিতাবকে বুঝানো হয়?

উত্তরঃ "কুতুব সিত্তাহ" বলে বুঝানো হয়ঃ

সহীহ বুখারী	**সহীহ মুসলিম**	**সুনান আবু-দাউদ**	**জামি' আত-তিরমিযী**	**সুনান নাসায়ী**	**সুনান ইবনু মাজা**

প্রশ্নঃ এ ছয়টি কিতাব ছাড়া হাদীছের আর কোনো কিতাব আছে কি?

উত্তরঃ এ ছয়টি ছাড়াও হাদীছের আরো অনেক কিতাব আছে। যেমন..

মুয়াত্তা ইমাম মালিক	**মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ**	**মুসনাদ আহমাদ**	**দারিমী**
দার ক্বুতনী	**মুসতাদরাক হা'কীম**	**কানযু-ল-উ'ম্মাল**	**কিতাবু-ল-আছার,**

তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ছাড়া আর কোনো কিতাবের সকল হাদীছ সহীহ নয়। অন্য কিতাবে সহীহ হাদিছ যেমন আছে তেমনি দ্বাইফ, মাতরুক, এমনকি মাওদ্বু' হাদীছও বিদ্যমান।

প্রশ্নঃ সহীহ, দ্বাইফ, মাতরুক, মাওদ্বু', ইত্যাদি আসলে কি?
উত্তরঃ সহীহ, দ্বাইফ, মাতরুক, মাওদ্বু', ইত্যাদি আসলে হাদীছের শ্রেণী বিন্যাস।

প্রশ্নঃ সহীহ, দ্বাইফ, মাতরুক, মাওদ্বু' ছাড়া হাদীছের আর কি কি শ্রেণী আছে?
উত্তরঃ সঠিক ভাবে মূল্যায়নের সুবিধার্থে হাদীছকে সাধারণত আটটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথাঃ

মুতাওয়াতির	মাশহুর	সাহীহ	হাসান	দ্বাইফ	দ্বাইফ জিদ্দান	মাতরুক	মাওদ্বু'

প্রশ্নঃ হাদীছকে এমন ভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা হল কেন?
উত্তরঃ রাসূল সাঃর ইন্তেকালের পর শয়তান রাসূলের নামে অনেক মিথ্যা কথা রটিয়ে ছিল। এসব মিথ্যা ও বানোয়াট কথা থেকে রাসূল সাঃ'র হাদীছকে বাছাই করতে গিয়ে এমন ভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ কারা হাদীছকে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন এবং কেন?
উত্তরঃ শয়তানের রটনা থেকে আসল হাদীছ বাছাই করতে আজীবন কাজ করেছেন হাদীছের ইমামগণ। হাদীছ বাছাই করতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই তারা এভাবে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন।

প্রশ্নঃ হাদীছের ইমাম কারা?
উত্তরঃ রাসূল সাঃ নিজে হাদীছের কিতাব লিখে যাননি। রাসূল সাঃ থেকে সরাসরি শুনেছেন এমন কোনো সাহাবীও সকল হাদীছকে সংকলন করেননি। আমরা সাধারণত যেসব কিতাব থেকে হাদীছ সংগ্রহ করে থাকি এসব কিতাব লেখা হয়েছে রাসূল সাঃর ইন্তেকালের দুই থেকে আড়াইশ বছর পর। হাদীছ সংগ্রহ করার পর হাদীছের মান যাচাইবাছাই করে যারা সংকলন করেছেন উনাদেরকে হাদিছের ইমাম বলা হয়।

প্রশ্নঃ ইমামগণ কি ভাবে হাদীছ বাছাই করেছেন?
উত্তরঃ হাদীছের ইমামগণ যাদের থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন উনাদের বলা হয় **রাওয়ী**। ইমামগণ ৪/৫জন রাওয়ীর মাধ্যমে এক একটি হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। তারা রাওয়ীগণের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। রাওয়ীগণের গুনাগুণের ভিত্তিতেই হাদীছকে এভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ সকল হাদীছের মান কী সমান?
উত্তরঃ না, সকল হাদীছের মান সমান নয়। বরং প্রত্যেক প্রকার হাদীছের মান ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রত্যেক প্রকার হাদীছ মানার আলাদা বিধান বা নীতিমালা রয়েছে।

প্রশ্নঃ মুতাওয়াতির হাদীছ কি?

উত্তরঃ যে হাদীছের রাওয়ী অনেক বেশী। সকল যুগেই এতো বেশী রাওয়ী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন যে, এটা রাসূলের হাদীছ হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকেনি, এমন হাদীছকে মুতাওয়াতির বলা হয়।

প্রশ্নঃ মুতাওয়াতির হাদীছ মানার বিধান কি?

উত্তরঃ মুতাওয়াতির হাদীছ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। তাই এসব হাদীছ মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক। মুতাওয়াতির হাদীছ বিধান ও আক্বাইদ সকল ব্যাপারেই দলীল হয়। মুতাওয়াতির হাদীছ না মানা কুফর।

প্রশ্নঃ মাশহুর হাদীছ কি?

উত্তরঃ যে হাদীছের রাওয়ী মুতাওয়াতির হাদিছের মত বেশী নয়। তবে কোনো কালেই তিনের কম হয়নি। এমন হাদীছকে মাশহুর বলা হয়।

প্রশ্নঃ মাশহুর হাদীছ মানার বিধান কি?

উত্তরঃ মাশহুর হাদীছের তিন বা অধিক সনদ সহীহ হলে এটা রাসূলের হাদীছ হওয়ার ব্যাপারটি প্রায় নিশ্চিত। তাই এটা মেনে নেওয়া আবশ্যক। মাশহুর হাদীছ সহীহ হলে বিধান ও আক্বাইদ সব ব্যাপারেই দলীল হয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। তবে মাশহুর হাদীছ না মানলে কুফর হয় না।

প্রশ্নঃ সহীহ হাদীছ কি?

উত্তরঃ যে হাদীছের সকল রাওয়ী মান সম্পন্ন, বিশ্বস্থ এবং হাদীছ বর্ণনায় উল্লেখিত সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ওই হাদীছকে বলা হয় "সহীহ হাদীছ"। মুতাওয়াতির ও মাশহুর ব্যতীত অন্য সহীহ হাদীছসমূহ বিধানের বেলায় দলীল হয়। তবে আক্বিদার ক্ষেত্রে নয়।

প্রশ্নঃ হাসান হাদীছ কি?

উত্তরঃ যে হাদীছের রাওয়ী বিশ্বস্থ। তবে পরিপূর্ণ মান সম্পন্ন নয়। এমন হাদীছকে হাসান বলা হয়। হাসান হাদীছ অনেকটা সহীহ হাদীছের মত।

প্রশ্নঃ দ্বাইফ ও দ্বাইফ জিদ্দান হাদীছ কি?

উত্তরঃ যে হাদিছের এক বা একাধিক রাওয়ীর ব্যাপারে আস্বস্থ হওয়া যায় না, এটাকে দ্বাইফ হাদীছ বলে। দ্বাইফ হাদীছ কোন ব্যাপারেই দলীল হয় না। আর কোনো হাদীছ অতিরিক্ত দ্বাইফ হলে এটাকে দ্বাইফ জিদ্দান বলা হয়।

প্রশ্নঃ মাতরুক হাদীছ কি?

উত্তরঃ যে হাদীছের রাওয়ী মিথ্যুক হিসেবে প্রমাণিত। তবে আলোচিত হাদীছটি জাল হিসেবে প্রমাণ করা যায়নি এটা মাতরুক হাদীছ। মাতরুক হাদীছ গ্রহণ যোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ মাওদ্বু হাদীছ কি?

উত্তরঃ যে কথা রাসূলের হাদীছ নয়। বরং শয়তান ও তার দুসরদের বানানো বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। রবে মানব সমাজে হাদীছ হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনাকে বলা হয় মাওদ্বু' হাদীছ। মাওদ্বু' হাদীছ মেনে নেওয়া পাপ।

বিঃ দ্রঃ= ক্বুরআন ও হাদীছকে যথাযত ভাবে মেনে নিয়ে *সে অনুযায়ী* জীবন পরিচালনা করলে ইনশা আল্লাহ, আমরা সফল হব।

প্রশ্নঃ ক্বুরআন হাদীছে বর্ণিত বিধানের নাম কি?

উত্তরঃ ক্বুরআন হাদীছে বর্ণিত বিধানের নাম ইসলামী শারীয়া'হ। মানব জীবনে শান্তি সৃংখলা, ন্যায় ইনসাফ ও সাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য ইসলামী শারীয়া'হর বিকল্প নেই। শারীয়া'হ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্ঠা করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ শারীয়া'হ প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্ঠা না করলে কি হয়?

উত্তরঃ যে মুসলিম শারীয়া'হ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা করে না সে ফাসিক আর যে এ ব্যাপারে অনীহা রাখে সে মুনাফিক হয়ে যায়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তর চিহ্নিত করঃ

• রাসূল সাঃর বাণী, কাজকর্ম, গুণাগুণ ও সমর্থনকে বলা হয়..

দ্বীন	ইসলাম	শরীয়ত	হাদীছ

• হাদীছ আমরা সংগ্রহ করি..

কিতাব থেকে	ওয়াজ থেকে	ঈমাম সাব থেকে	পীর সাব থেকে

• হাদীছের ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবকে একত্রে বলা হয়..

সিক্স স্টার	ছয় তারা	কুতুব খামছা	কুতুব সিত্তাহ

• সহীহ হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাব

ফাজায়েলে আমল	মুনতাখাব হাদীছ	বুখারী শরীফ	তিরমিযী শরীফ

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- যে মুসলিম শারীয়া'হ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্ঠা করে না সে .....
- ক্বুরআন হাদীছে বর্ণিত বিধানের নাম ইসলামী .....
- শয়তান ও তার দুসরদের বানানো যে সব কথা রাসূলের হাদীছ হিসেবে পরিচিত এগুলোকে বলা হয় ..... হাদীছ।
- যে হাদীছের রাওয়ী মিথ্যুক তবে আলোচিত হাদীছটি জাল হিসেবে প্রমাণ করা যায়নি এটা হল..... হাদীছ।
- দ্বাইফ হাদীছ কোন ব্যাপারেই ..... হয় না।
- ..... হাদীছ বিধান ও আক্বাইদ সকল ব্যাপারেই দলীল হয়।
- সকল হাদিছের..... সমান নয়।
- মুতাওয়াতির ও মাশহুর ব্যতীত বাকি .....হাদীছসমূহ শুধু বিধানের বেলায় দলীল হয়।
- রাওয়ীগণের গুনাগুণের ভিত্তিতেই হাদীছকে এভাবে ..... করা হয়েছে।
- রাসূল সাঃর ইন্তেকালের দুই/আড়াইশ বছর পর কিতাব আকারে .....সংকলন করা হয়েছে।

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর

ইমাম আবু-হানীফাঝ রাহিঃর কথা ও কাজকে হাদীছ বলা হয়	সত্য	মিথ্যা
হাদীছ হাদিছই, সকল হাদিছই সাহীহ, কোনো হাদিছই দ্বাইফ নয়	সত্য	মিথ্যা
আক্বীদাহ প্রমানের জন্য দলীল হিসেবে গণ্য হয় শুধু কুরআনের আয়াত	সত্য	মিথ্যা
সকল সাহীহ হাদিছই আক্বীদাহ প্রমানের জন্য দলীল হয়	সত্য	মিথ্যা
দ্বাইফ হাদীছ বিধান প্রমানের জন্য দলীল হয় না	সত্য	মিথ্যা
মাওদ্বূ হাদীছ আসলে হাদীছ নয়, রাসূল সাঃর নামে রটানো মিথ্যা কথা	সত্য	মিথ্যা

উত্তর লিখঃ

- রাসূল সাঃর কথা, কাজ, গুণাগুণ ও সমর্থনকে কি বলা হয়?.....
- সকল হাদীছের মান কি সমান?.....
- কিসের ভিত্তিতে হাদীছকে শ্রেনী বিন্যাস করা হয়েছে? .....
- কে হাদীছকে এভাবে শ্রেনী বিন্যাস করেছেন? .....
- কোন হাদীছ আক্বীদাহ প্রমানে দলীল হয়? .....
- দ্বাইফ বা মতরুক হাদীছ ফিক্বহ প্রমানে দলীল হয় কি? .....

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুঅমিন বানাও। মুনাফিক বানিও না। আমীন।।

ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ২য় বই

সমাপ্ত

আমাদের ৩য় বই "যেভাবে ঈমান আনতে হয়" পড়ার আমন্ত্রণ রইল।